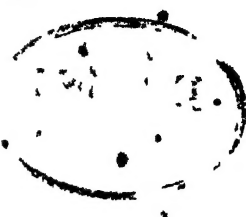




হিন্দু-ধর্ম ।

(প্রথম ভাগ ।)



শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্কলিত

ও

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রীলমণি মুখোপাধ্যায়

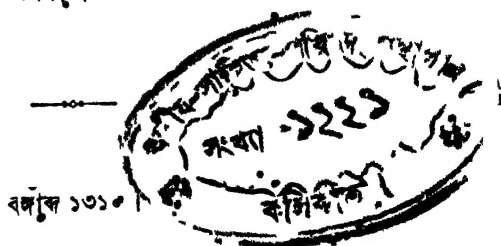
শ্রীয়াসক্লার এম্, এ. বি, এল্,

কর্তৃক সংশোধিত.

এবং

কলিকাতাস্থ হিন্দুসভা হইতে

প্রকাশিত ।

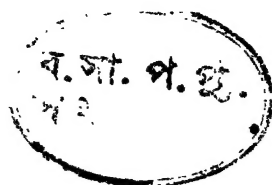


বঙ্গাব্দ ১৩১০

କଳିକାତା

୧୪ ନଂ ଆକ୍ଟ୍‌ସ୍ ଟ୍ରୀଟ୍, ନିଉ ବ୍ରିଟେନିଆ ପ୍ରେସ୍‌ହାଉସ୍‌ରେ

ଶ୍ରୀଯତିଲାଲ୍‌ ସିଂହ ଦ୍ଵାରା ମୁଦ୍ରିତ ।



ভূমিকা ।

হিন্দুস্তা কর্তৃক “হিন্দুধর্ম” গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। হিন্দুধর্মের সাধারণ তত্ত্ব-সমূহ, সকলকে জ্ঞাপন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্ররূপ মহার্ণব অনন্তরত্নের আকর। যদি কেহ শতায়ু হইয়া সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলেও ইহার ইয়ত্তা করিতে পারেন না। সস্রুতি সর্বসাধারণে বৈষয়িক কার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া ও বাহাতে হিন্দুধর্মের অন্বেষণ করিতে পারেন, তদনুযায়ী কতকগুলি উপদেশ সংগৃহীত হইল মাত্র।

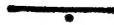
কৃতজ্ঞতা মহাকারে স্বীকার করিতেছি যে, কলিকাতা-সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথনাথতর্কভূষণ এবং তেঁওঁতার অন্ততম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রায় পার্শ্বনাথশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় এই পুস্তক খানির অধ্যয়নপাশ্চ পাণ্ডুলিপি দেওয়া দিয়াছেন। আর কলিকাতা হিন্দুবিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের পূর্বাভাসটী লিখিয়া দিয়াছেন এবং ইহার সমগ্র গ্রন্থ সংশোধন কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

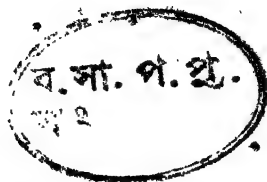
হিন্দুস্তা কার্যালয়,
৩১ নিয়োগীপুকুর ওয়েষ্টলেন,
তালতলা, কলিকাতা। •
কার্তিক বঙ্গাব্দ ১৩১০।

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়,।
হিন্দুস্তার সম্পাদক
(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক)

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
পূর্বাভাস ...	১
বাহ্য ...	৪
সদাচার ...	৭
উদ্ভূত ...	৯
গাইহ্য-ধর্ম ...	১১
বিধবাগণের আচরণ ...	২৫
গৃহী ব্যক্তির চরিত্র ...	২৬
সাধারণের প্রতি ব্যবহার...	৩৪
জীবের প্রতি কর্তব্য ...	৩৬
বাজধর্ম ...	৪৭





হিন্দুধর্ম

পূর্বাভাস।



‘ধর্ম’ শব্দ ধূ ধাতু হইতে উৎপন্ন, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ বাহ্যকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহার নাম ধর্ম। কিন্তু, ধর্ম সমস্ত পদার্থের অবলম্বন হইলেও, মানব-সমাজ বাহ্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে তাহাই আমাদের এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়।

এক একটা মানব-সমাজ, পরম্পর সম্বন্ধ মনুষ্যের সমষ্টি মাত্র। যাহার অবলম্বন ব্যতীত প্রত্যেক মনুষ্য স্বীয় উৎকর্ষ সাধনপূর্বক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না তাহাই তাহার ধর্ম। প্রত্যেক মনুষ্যের স্বীয় স্বীয় ধর্ম, প্রতিপালন পূর্বক স্বকীয় উন্নতি লাভ করত সমাজের অঙ্গ ‘প্রত্যাদ’ পরিপুষ্ট করিয়া সমাজকে উন্নত করা প্রয়োজন। কিন্তু, সমাজের পূর্ণতা-সাধন জন্য সমাজই সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তিবিশেষের একাগ্রতা ও উৎসাহের সহিত জ্ঞানার্জন, তপস্যা, ঈশ্বরোপাসনা, রাজ্যাশাসন, যুদ্ধবিগ্রহ, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই বর্ণ ও আশ্রমধর্ম নির্ণীত হইয়াছে এবং ভগবানের উপাসনার সহিত নিত্য নৈমিত্তিক করণীয় বিষয়ও ধর্মের অঙ্গীভূত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকলের যথাযথ অনুশীলন ও পালনে জনগণ দৈহিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে।

শাস্ত্র অনুসারে, পরব্রহ্ম হইতে মানবগণ ধর্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বেদ ই সকল ধর্মতত্ত্বের প্রসূতি। বেদ অনাদি, ইহা পরব্রহ্ম হইতে নিঃসৃতির দ্বারা নির্গত। বেদ হইতে ধর্মের প্রথমতঃ মানবগণের কর্তব্যের ও অকর্তব্যের জ্ঞান লাভ করেন এবং পরিশেষে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ লাভের উপায় পর্যন্ত অবগত হইয়া ছিলেন।

কালক্রমে অতিদূর হইবার্ধ মানবজাতির অগম্য হইলে, জনসমাজ ধর্ম-বিচ্যুত হইতে পারে, এই আশঙ্কায়, ধর্মশাস্ত্রকার মতাদি ঋষিগণ বেদার্থ স্মরণ করিয়া স্মৃতি প্রণয়ন করিলেন। উহাই বর্তমান বর্ণাশ্রম-ধর্মের নিদান। অনন্তর, মহর্ষি বেদব্যাস, মানবসমাজে, বেদের মর্ম-প্রচার উদ্দেশ্যে, নানা ঋষি ও রাজর্ষির বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্বক পুরাণ রচনা করিলেন। বেদ ও স্মৃতির পর পুরাণ অনুসরণীয়। তন্ত্রশাস্ত্র মহাদেবের মুখবিনিঃসৃত। এই তন্ত্র-শাস্ত্রের মতানুসারে উচ্চ ও নীচজাতি সকলেরই ধর্ম্মানুসরণে সমান অধিকার নির্দিষ্ট হইয়াছে। নানাবিধ ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষভাবে শক্তি-উপাসনা ও অত্যান্ত দেবের অর্চনা বিষয়ে তন্ত্রে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রে বর্ণিত ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রে, অধিকারভেদে বহুপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। বেদ এবং স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞাদি, পুরাণোক্ত দেবদেবীর অর্চনা ও তন্ত্রোক্ত মহাশক্তির উপাসনা-প্রভৃতি সমুদায়ই হিন্দুর অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে, ঋচিভেদে ষাঁহার যে দিকে মনের গতি, তিনি সেই পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

উপাসনা-ব্যতীতও হিন্দুর অন্তর্ভুক্ত অনেক কার্য্য শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে। ঐ সকল অন্তর্ধান-প্রণালী সুপরীক্ষিত। উহা অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে আধিব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত থাকিয়া, ধর্ম্মোন্নতি ও জীবনে পরম শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শাস্ত্র অনন্ত, ইতরাং জ্ঞাতব্য বিষয় অসংখ্য। পক্ষান্তরে, লোকের জীবন সংক্ৰিপ্ত, আবার, তন্মধ্যে বিঘ্নের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য আছে। এই জন্য, হিন্দুশাস্ত্ররূপ সমুদ্র মন্থনপূর্বক সারভূত রত্নসদৃশ শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা-পদ্ধতির কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া, ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সহিত এস্থলে যথাশক্তি প্রকাশ করিতে চেষ্টা হইতেছে। শাস্ত্রেও আছে :-

অনন্তশাস্ত্রং নহ বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিদ্যাঃ ।

যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম ॥

আমাদের হিন্দুসভার ইহাই যে একমাত্র কর্তব্য তাহা মনে। আমাদের করণীয় বিষয় অনেক আছে। ক্রমশঃ উহার আভাস প্রদান করা যাইবে। আপাততঃ আমরা হিন্দুশাস্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। অশা কঃ,

আত্মস্থানিক ধার্মিক গৃহস্থগণ উহা গ্রহণপূর্বক তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া মনুষ্য জীবন সফল করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য, যিনি যে ভাবেই উপাসনা করুন না কেন, নিম্নলিখিত দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে জীবন যাপন করা মানব্ মাত্রেরই কর্তব্য। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈ নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ ।

দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রগততঃ ॥

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥

ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও সংন্যাসী এই চতুর্বিধ আশ্রমই এই দশ প্রকার ধর্ম্ম পালন করিবেন। এই দশটি লক্ষণ এই :—সন্তোষ, ক্ষমা, দম, অত্যাশ্রুত রূপে কাহারও দ্রব্য গ্রহণ না করা, দেহ ও মনের পবিত্রতা, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করা, তত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্য, ক্রোধত্যাগ।

যে প্রকার পৃথিবীর সমস্ত নদনদী নানাদিগুদিগন্তে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে মহাসমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, তদ্রূপ যিনি যে পদ্ধতি অলঙ্ঘন করিয়াই ঈশ্বরের উপাসনা করুন না কেন, এই কয়েকটি ধর্ম্মের লক্ষণ অনুসরণ করিয়া চলিলে তাঁহার পক্ষে অবশেষে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। সার কথা এই যে মনুষ্য মহাবাক্য স্মরণপূর্বক, বেদ, স্মৃতি, পুরাণাদি হইতে অবিগত শিষ্টাচার ও নিজের অন্তরাত্মার তৃপ্তি এই দুইটি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, হিন্দুশাস্ত্রের কর্তব্য পালন ও অকর্তব্য পরিহার হইতে পাবে।

প্রথম অধ্যায় ।

স্বাস্থ্য ।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—“শরীরমাধ্যং ধনু ধর্মসাধনম্” অর্থাৎ শরীরই সকল ধর্মসাধনের প্রথম উপায়। শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্ত শারীরিক স্বাস্থ্যের বিধান সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক উপদেশ দিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে কতকগুলি উদ্ধৃত করা গেল।

ত্রৈলোক্যপুরাণে এই উপদেশটি আছে :—

চক্ষুর্জলঞ্চ ব্যায়ামঃ পাদাধৈন্তৈলমর্দনম্ ।

কর্ণয়োন্মুদ্বি তৈলঞ্চ জরাব্যাদিবিনাশনম্ ॥ ১১৬।৩৬

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নেত্রদ্বয়ে জলসেক, ব্যায়াম, ও পাদদ্বয়ের অধোভাগে, কর্ণে ও মস্তকে, তৈল মর্দন করে; তাহারা নিকট জরা ও ব্যাদি আগমন করিতে পারে না।

ব্যায়ামের আবশ্যকতা দেখাইয়া, শাস্ত্রকারগণ বলিতেছেন যে, সকলের পক্ষে ইহা সমান উপকারজনক নহে। বর্তমান সময়ে দেখা যায়, বালকগণ “ফুটবল” প্রভৃতি জীড়াতে এতদূর রত হইয়াছে যে, তাহারা নিজের শারীরিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

শরীরচেষ্ঠা যা চেষ্ঠা স্বৈর্যার্থা বলবর্দ্ধিনী ।

দেহব্যায়ামসংখ্যাতামত্রৈবৈতাঃ স্মারয়েৎ ।

বাতপিপ্তাময়ো বালো বুদ্ধোহজীর্ণী চ তাং ত্যজেৎ ॥

চরকসংহিতা—(সুস্বাদিকার ৭)

অর্থাৎ, শরীর চেষ্ঠা অবশ্য করা কর্তব্য। নিয়মিতরূপে ব্যায়াম দ্বারা শরীর চালন করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও বলবৃদ্ধি হয়। বাতপিপ্তরোগগ্রস্ত বালক, জীর্ণ ও অজীর্ণ-রোগী ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে।

আজ কাল ছাত্রগণের মন ইউরোপে প্রচলিত ব্যায়ামের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহা অধিক ব্যয়সার্থী এবং তাহা হইতে বালকদের মধ্যে

সৌখীনতা প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। ইহার পরিবর্তে মুগুর-ঘূরাণ, হস্তযুদ্ধ, ডন্-ফেলা, সস্তুরণ এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ প্রভৃতি প্রবর্তিত হওয়া উচিত। উক্ত প্রকার ব্যায়ামাদিতে আমাদের দেশের লোককে এতকাল স্বেচ্ছা ও সবল রাখিয়া-ছিল।

বর্তমান সময়ে, ইংরেজী বিদ্যালয়-সমূহে বালকদের শিক্ষার জন্য যে সময় নিরূপিত হইয়াছে, তাহা এদেশের বালকদের স্বাস্থ্যের বিষয়জনক। বহুকাল হইতে মধ্যাহ্ন-ভোজন আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। উহার ব্যত্যয় হওয়াতে আমাদের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ, ঠাহারা সকালে ও বৈকালে অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সবল থাকেন। ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষার সময় সম্বন্ধে, স্বদেশ হিতৈষীগণের মনোযোগী হওয়া কর্তব্য।

শরীরকে রোগহীন রাখা সম্বন্ধে আর একটি উদ্দেশ্য এই—

খাতশীতোদকদ্বারা সেবিত চন্দনদ্রবম্।

নোপয়াতি জরা তঞ্চ নিদাঘেহনিলসেবিনম্ ॥ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ১।১৬।৩৮

অর্থাৎ, যিনি নদীর শীতল জলে স্নান, চন্দনদ্রব ও নিদাঘ-সময়ে সমীরণ সেবন করেন, জরা তাঁহার নিকট আসিতে পারে না।

কিন্তু, এই ব্যবস্থাটি সকল সময়ের উপযোগী নহে। এই জন্ত শাস্ত্রকার বলিতেছেন।

প্রাবৃষ্যক্ষোদকদ্বারা ঘনভোয়ং ন সেবতে।

সময়ে চ সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ১।১৬।৩৯

অর্থাৎ, যিনি বর্ষাকালে ঘন মেঘাষু সেবন না করিয়া উক্ষোদকে স্নান ও বর্ষা-সময়ে আহার করেন, তাঁহার শরীরে জরা প্রবেশ করিতে পারে না।

শরদ্রোদ্রং ন গৃহীয়াৎ ভ্রমণং তত্র বর্জয়েৎ।

খাতদ্বারা সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ১।১৬।৪০

অর্থাৎ, যিনি শরৎ কালে রৌদ্র সেবন ও ভ্রমণ বর্জন করিয়া খাত জলে স্নান ও মিতাহার করেন, তাঁহার নিকট জরা আগমন করিতে পারে না।

অতি প্রত্যাষে শয়ন হইতে গাত্রোথান করা উচিত ; কিন্তু, তাহা পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নহে । তৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

• ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ স্নেহো রক্ষার্থমায়ুষঃ ।

শরীরচিন্তাং নির্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ ॥

চরকসংহিতা স্নানাদিকার ১ম ।

অর্থাৎ স্নেহ ব্যক্তি পরমায়ু রক্ষার জন্ত ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোথান করিবে, তৎপরে শরীরের স্বাস্থ্য বিষয়ে কর্তব্যাকর্তব্য চিন্তা করিয়া শৌচ কার্য্য করিবে ।

উদ্বর্ত্তনং ততঃ কার্য্যং ততঃ জ্ঞানং সমাচরেৎ ।

উষ্ণান্নাধঃকায়স্য পরিষেকো বলাবহঃ ॥

তেনৈবতুত্তমাজস্যাবলক্লং কেশচক্ষুশ্চাম্ ॥

চরকসংহিতা স্নানাদিকার ৮ ।

তৎপরে উদ্বর্ত্তন, অর্থাৎ ত্বিস্ত্রলীকরণ দ্রব্য দ্বারা গাত্র ঘর্ষণ করিয়া জ্ঞান করিবে, উষ্ণজল দ্বারা দেহের অধোভাগ সেচন করিবে, মস্তকে শীতল জল দিবে । মস্তকে উষ্ণ জল সেক করিলে, কেশ ও চক্ষুর হানি হয় ।

ভুক্ত্য রাজবদধীতশাব্য বিকৃতং গতঃ ।

ততঃ শঙ্খপদং গীত্বা বামপার্শ্বে তু সংবিশেৎ ॥ বৈদ্যকঃ

অর্থাৎ, ভোজনান্তে রাজার শায় বসিবে, এবং ভুক্ত্য বিকার প্রাপ্ত না হয় । তদনন্তর একশত পদ গমন করিয়া বাম পাশ্বে ভর দিয়া শয়ন করিবে ।

স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কেবল উপদেশ দিয়া প্রাচীন ঋষিগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না । যে ভাবে ছাত্রগণ তাঁহাদের অধীনে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিত, তাহাতেই বালকদের স্বাস্থ্যবিধান হইত ।

• শয্যা হইতে উঠিয়া মুখপ্রাকালনের পর, ছাত্রকে শৌচের জন্ত দূরে বাহতে হইত । পরে, মস্তকান্বন করিয়া পুষ্প, তুলসী ও বিষপত্র আহরণ করিতে হইত । তদনন্তর পুষ্প ও বস্ত্রাদি লইয়া গুরুর সহিত নদী কিংবা সরোবরে যাইতে হইত । তথায়, জ্ঞান ও আত্মিক সমাধা করিয়া শিষ্য ঋষির কুটীরে প্রত্যাগমন করিত । এই সকল কার্য্যের দ্বারা বালকের স্বাস্থ্যবিধান হইত । প্রভাতে উঠিয়া মল-মূত্র-ত্যাগের জন্ত দূরে গমন করাতে ব্যায়ামের কীৰ্য্য হইত । পথে, উদ্যানে, ফুলের এবং তুলসী ও বিষপত্রের গন্ধেমন প্রফুল্ল ও শরীর সুস্থ হইত । আবার

নদী কিংবা সরোবরের দিকে ভ্রমণে ও বায়ু সেবনে এবং বিশুদ্ধ সলিলে স্নানে শরীর স্নিগ্ধ হইত। তখন মন প্রফুল্ল ও শরীর স্নিগ্ধ হইলে ছাত্রের অন্তঃকরণ ভগবানের আরাধনার উপযোগী হইত।

বর্তমান সময়ে, এ দৃশ্য কিয়ৎপরিমাণে, কোন কোন স্থানে দেখা গিয়া থাকে। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের জীবন কতক পরিমাণে এই ভাবে অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই প্রণালী সৰ্ব্বদা পশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণালী হইতে আমাদের সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটয়াছে। একেত শাস্ত্রীয় শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ ছাত্রের মন ভিন্ন-ধ্রুবে প্রধাবিত হইতেছে। তাহার উপর, প্রাতে দশ ঘটিকার সময় ইংরেজীবিদ্যালয়ে গমন জ্ঞাত প্রস্তুত হইতে ও পাঠ্যভ্যাস করিতে হইবে। সুতরাং ছাত্রেরা এখন ইচ্ছা থাকিলেও পুষ্পাদির চয়ন এবং রীতিমত আঙ্গিক করিবার সময় পায়না।

সদাচার ।

সদাচার-সম্পন্ন হইলে, লোকে আনুযায়িক ভাবে স্বাস্থ্য সুখ ভোগ করিতে পারে এই বিবেচনায় নিম্নলিখিত কয়েকটি উপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে :—

নাপস্ব মূত্রং পুরীষং বা জীবনং বা সমুৎসৃজেৎ ।

অমেধ্যলিপ্তমন্ত্রা লোহিতং বা বিবাণি বা । মনু, অধ্যায় ৪

অর্থাৎ, মলমূত্র জলমধ্যে পরিত্যাগ করিবে না অথবা থুথু ফেলিবে না। বিষ্ঠা-মূত্রাদি-লিপ্ত বস্ত্র তাহাতে ধৌত করিবে না এবং রক্ত বা কোন প্রকার বিষ ও তাহাতে নিক্ষেপ করিবে না।

দূরাদাবস্থানী মূত্রং দূরাং পাদাবসেচনম্ ।

উচ্ছিষ্টোৎসর্জনং চৈব দূরে কার্য্যং হিতৈষণা ॥

অর্থাৎ যে নিজের হিতৈচ্ছা করে সে বাসগৃহ হইতে দূরে মূত্রাদি ত্যাগ, পাদ-প্রক্ষালন এবং উচ্ছিষ্ট বস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিবে।

দৃষ্টিপূতং ত্রসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ ।

সত্যপূতং বদেৎ বাচং মনঃ-পূতং সমাচরেৎ ॥

অর্থাৎ, পথে অপবিত্র জল বা নাড়াইবীর জল দেখিয়া পদ নিক্ষেপ

করিবে, বস্ত্র দ্বারা জল ছাঁকিয়া পান করিবে, সত্য কথা কহিবে, এবং বাহাতে মন
প্রসন্ন থাকে, সেই প্রকার আচরণ করিবে ।

উপানহৌ চ বস্ত্রঞ্চ ধৃতমনৈর্নান্দ্র ধারয়েৎ ।

ব্রহ্মচারী চ নিত্যং স্যাৎ পানং পানেন নাক্রমেৎ ।

অন্ত্যস্য চাপ্যবস্নাতং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥

মহাভারত, অন্নশাসন পর্ব,

অর্থাৎ, অন্তের পরিহিত বস্ত্র ও পাছকা পরিধান করিবে না । আহারাদি
বিষয়ে সংযত থাকিবে । চরণদ্বারা চরণ চাপিয়া থাকিবে না । অন্নকর্তৃক
স্নাত জল দূরে পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ, সে জলে কদাচ স্নান করিবে না ।

অনায়ুষ্যো দিবাস্বপ্নস্তথাভ্যাদিতশাশ্রিতা ।

প্রগে নিশামাণ্ড তথা যে চোচ্ছিষ্টাঃ স্বপত্তি বৈ ॥

মহাভাঃ অন্নশাসন পর্ব,

অর্থাৎ, দিবসে নিজা ও সূর্য্যোদয়ে শয়ন আয়ুর কয়কর হয় । প্রত্যুষে শয়ন
ও রাত্রি কালে অণ্ডচি হইয়া শয়ন উভয়ই নিষেধ ।

প্ৰসূধানঞ্চ কেশান্বায়ম্জনং দন্তধাবনম্ ।

পূর্ব্বাহ্ন এব কাৰ্য্যাণি দেবতানাঞ্চ পূজনম্ ॥

অর্থাৎ, কেশ ও নেত্র-সংস্কার, দন্তধাবন ও দেবপূজা প্রাতঃকালেই করা
উচিত ।

মন্তকুদ্রাতুরাণাঞ্চ স ভূজীত কদাচন ।

কেশকীটাবপন্নঞ্চ পদাস্বষ্টঞ্চ কামতঃ ॥

অর্থাৎ, মন্ত, ক্রোধান্ড এবং ব্যাধিযুক্ত লোকের অন্ন কদাচ ভোজন করিবে
না । আর কোন কীটাদি-সংযুক্ত কিংবা পদস্পর্শাদি-দূষিত অন্নও ভোজন
করিবে না ।

অবৈধ আচরণ করিলে, শরীরে স্বাস্থ্যহানি হয়, এই বিবেচনা করিয়া, শাস্ত্র-
কারগণ উহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বিরত থাকিবার জন্য উপদেশ
দিয়াছেন । যথা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে :—

পাপানাং ব্যাধিভিঃ সার্কং মিত্রতা সতঁতং ধ্রুবম্ ।

পাপং ব্যাধি-জরা-বীজং বিষমীজঞ্চ নিশ্চিতম্ ॥ ১১৬৫০

অর্থাৎ, ব্যাধিনিচয়ের সহিত পাপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত আছে।
 ব্যাধি, জরা অথবা অন্ত যে কোনরূপ অনিষ্ট হউক না কেন, পাপই তৎ সমুদায়ের
 কারণ।

স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে, শাস্ত্রকারগণ ধর্ম কর্ম সম্বন্ধে
 উপদেশ দিতে ক্রটি করেন নাই। যথা :—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যত ধর্মার্থো চানুচিন্তয়েৎ।

উথায়াম্য তিষ্ঠেত পূর্বাং সন্ধ্যাং কৃতাজ্জলিঃ।

এবমেব পরাং সন্ধ্যাং সমুপাসীত বাগ্‌যতঃ ॥

মহাভারত, অমুশাসন পর্ব।

অর্থাৎ, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম এবং অর্থ চিন্তা করিবে, গাত্রোথান
 করিয়া আচমন করত, কৃতাজ্জলি-পুটে বাগ্‌যত হইয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা করিবে এবং
 সেইরূপে সায়ং সন্ধ্যা ও করিবে।

সুহঃ প্রশান্তচিত্তস্ত কৃতাসনপরিগ্রহঃ।

অভীষ্টদেবতানাস্ত কুর্কীত অরণং নরঃ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৩।১।৮৮

অর্থাৎ, মনুষ্য আহারান্তে আসন পরিগ্রহ করিয়া সুহ ও প্রশান্তচিত্ত
 হইয়া আপনার অভীষ্ট দেবতাকে অরণ করিবে।

উদ্যম।

শারীরিক-স্বাস্থ্য-বিধান এবং ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে উপদেশ সকল প্রদান
 করিয়া শাস্ত্রকারগণ মনুষ্যকে উদ্যমশীল হইবার জন্য ইত্যাকার হিতবাক্য
 বলিতেছেন :—

উদ্যমেন হি সিদ্ধান্তি কার্য্যাপি ন মনোরথৈঃ।

নহি স্তপসী সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ॥ হিতোপদেশ।

অর্থাৎ, কার্য্য সকল উদ্যোগে সিদ্ধ হয়, কেবল মনে মনে চিন্তা করিলে
 সিদ্ধ হয় না। দেখ, নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগ কখন অরণ প্রবেশ করে না।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী

কৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।

দৈবং নিহত্য কুরু পুরুষমাস্বস্ত্য

যুক্তে কৃতে যন্তি ন সিদ্ধান্তি কোহত্র দোষঃ ॥

অর্থাৎ, যিনি উদ্যোগী তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ, লক্ষী তাঁহাকে বরণ করেন, কেবল কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে দৈব অর্থাৎ অনৃষ্ট হইতে ইষ্ট লাভ হইয়া থাকে। দৈবের প্রতি উপেক্ষা করিয়া সাধ্যানুসারে পরিশ্রম কর; যত্ন করিলেও যদি সিদ্ধ না হয়, তাহাতে দোষ কি ?

ঋঃ কার্যমদ্য কৰ্ত্তব্যং পূৰ্ণাহে চাপরাহিকম্।

নহি প্রতীকতে মৃত্যুঃ ক্লুতং বাস্য ন বা ক্লুতম্ ॥ বিঃ সং।

অর্থাৎ, আগামী কল্যের কার্য অদ্যই সম্পন্ন করিবে এবং পরাহের কার্য পূর্ণাহে ই সম্পন্ন করিবে, যে হেতু কোন কার্য সম্পন্ন হউক বা না হউক মৃত্যু তাহার প্রতীক করে না।

তিলে তৈলং গবি ক্ষীরং কাঠে পাবকমন্ততঃ।

ধিয়া ধীরো বিজানীয়াত্পারঞ্চাস্য সিদ্ধয়ে ॥

ততঃ প্রবর্ততে পশ্চাৎ কারকন্তত্র সিদ্ধয়ে !

তাং সিদ্ধিমুপজীবন্তি কৰ্ম্মজামিহ জন্তবঃ ॥

বনপর্ক ৩২।২৭।২৮

অর্থাৎ, পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা তিলে তৈল, গবীতে দুগ্ধ ও কাঠে পাবক সমুৎপন্ন হয় বুঝিতে পারিয়া ঐ সমুদয় প্রস্তুত করিবার উপায় ও স্থির করেন, পরে স্থিরীকৃত উপায় সহকারে কার্য সিদ্ধি বিষয়ে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ প্রাণিগণ কৰ্ম্ম-সিদ্ধি করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্বাহ করে”।

উদ্যম সহকারে জীবিকা নির্বাহ করা সম্বন্ধে এবম্প্রকার উপদেশ দিয়া শাস্ত্র-কারগণ অন্তায়-উপার্জিত ধনের অসারতা দেখাইতেছেন।

অপহৃতং পরশ্চং হি যন্ত দানং প্রযচ্ছতি।

স দাত্ত্বী নরকং যাতি যস্যার্থন্তস্যা তৎফলম্ ॥

গরুড়পুর্বাণ ১।১১৪।৬৮

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পরস্ব অপহরণ করিয়া দান করে, সেই দাতা নরকে গমন করে, এবং যাহার অর্থ সেই ব্যক্তিরই দানের ফললাভ হয়।

অন্তায়ং সমুপাত্তেন দানধর্ম্মো ধনেন যঃ।

ক্রিয়তে ন স কৰ্ত্তারং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

বনপর্ক ২৬৮।৩৩

অর্থাৎ, অত্যায়ে উপার্জিত ধন দ্বারা যে ব্যক্তি দান-কর্মের অনুষ্ঠান করে, সে দান-কর্ম তাহাকে পাপজনিত মহাভয় হইতে পরিব্রাজ্য করিতে পুষ্ট্রে না। আত্মানুসারে উপার্জিত ধনের অতি অল্প অংশেরও সম্ভাব্য হইলে তাহার কি-প্রকার ফল উহা এই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে :—

পাত্রে দানং স্বল্পমপি কালে দত্তং যুধিষ্ঠির ।

মনসা হি বিত্তদেহেন প্রেত্যানন্ত-ফলং স্মৃতম্ ॥ বনপর্ব ২২৮।৩৪

অর্থাৎ, 'হে যুধিষ্ঠির ! দানের পাত্রকে উদ্ব্যক্ত অবসরে বিত্তদেহ-অন্তঃকরণে, আত্মানুসারে উপার্জিত ধন অল্পমাত্র দান করিলেও দাতার অনন্ত ফললাভ হইয়া থাকে।

মনুষ্যের কর্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিস্তর উপদেশ আছে। তন্মধ্যে হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল :—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ ।

যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বাতি তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ ২৩

ন মিথ্যা ভাষণং কুর্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ ।

দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতি ভবেৎ ॥ মহানির্বাপতন্ত্র ।

অর্থাৎ, গৃহী ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হইবেন। তিনি যে যে কর্ম করিবেন সমুদয়ই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। তিনি মিথ্যা কথা কহিবেন না, শঠতা করিবেন না এবং দেবতা ও ত্রুতিথি পূজায় তৎপর থাকিবেন।

পিতা, মাতা ও আচার্য্যের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ এই :—

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহতে সম্ভবে শৃণাম্ ।

ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কৰ্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥

ভয়োনির্ভাৎ প্রিয়ং কুর্যাদাচার্য্যস্য চ সৰ্বদা ।

ভেষেব ত্রিষু তুষ্টিষু তপঃ সৰ্বং সমাপ্যতে ॥

মহু, ২য় ২২৩।২৮

অর্থাৎ, সন্তানের জন্ত মাতা পিতা যে প্রকার ক্লেশ স্বীকার করেন, পুত্র শত বৎসরেও তাহা পরিশোধ করিতে পারে না। প্রত্যহ পিতা-মাতার প্রিয় অনুষ্ঠান করিবে, আচার্য্যের প্রতি ও এইরূপ ব্যবহার করিবে। এই তিন জন সন্তুষ্ট থাকিলে সমুদায় তপস্যা সম্পূর্ণ হয় !

মাতরং পূজয়েন্তুস্তা পিতৃশ্চাপাধিকং তথা ।

মাতুঃ পরংগুরুকৈব পূজয়েন্তুস্তিযোগতঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ৪।৮৩।২০

অর্থাৎ, মনুষ্য ভক্তি সহকারে পিতা অপেক্ষা মাতাকে এবং মাতা অপেক্ষা গুরুকে পূজা করিবে । "

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্ ।

মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্বপ্রযত্নতঃ ॥ মহানির্দোষতত্ত্ব ।

অর্থাৎ, গৃহী ব্যক্তি মাতা ও পিতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিয়া অতি যত্নে সকল সময় সেবা করিবেন ।

আসনং শয়নং বস্ত্রং পানভোজনমেব চ ।

তত্ত্বং সময়মুদীক্ষ্য মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ ॥ কালীতন্ত্র ।

অর্থাৎ, সন্তান উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মাতা পিতাকে, আসন শয্যা, পানীয় জল ও খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি প্রদান করিবে ।

শ্রাবয়েৎ মৃদুলাং বাণীং সর্বদা প্রিয়মাচরেৎ ।

পিত্রোরাজ্ঞীসারী স্যাৎ সংপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥ কালীতন্ত্র ।

অর্থাৎ, কুলপাবন সংপুত্র পিতা মাতাকে মৃদু বাক্য শুনাইবে, সর্বদা তাঁহাদের প্রিয় অমুষ্ঠান করিবে এবং আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে ।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্ ।

পিত্রোরগ্রে ন কুর্কীত যদিচ্ছেদায়নো হিতম্ ॥ কালীপুরাণ ।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আপনার হিত ইচ্ছা করে, সে কখন পিতা মাতার সমক্ষে ঔদ্ধত্য-প্রকাশ বা পরিহাস করিবে না এবং অপর কাহারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ বা ভৎসনা করিবে না ।

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তীষ্ঠেৎ সততমঃ ।

বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥ কালীপুরাণ ।

অর্থাৎ, পুত্র স্নাতা পিতাকে দেখিয়া সন্ত্রস্তের সহিত গাত্রোত্থান করিবে, তাঁহাদের বিনা অমুমতিতে আসনে উপবিষ্ট হইবে না এবং সর্বদা তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিবে ।

বিদ্যা-ধন-মদোদ্যমো যঃ কুৰ্ব্বাৎ পিতৃহীনম্ ।

স যাতি নরকং ঘোরং সৰ্ব্ব-ধৰ্মবহিষ্কৃতঃ ॥ কালীপুরাণ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিদ্যামদে ও ধনমদে মত্ত হইয়া মাতা পিতাকে অবহেলা করে, সে সকল ধর্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে গমন করে ।

অনাঙ্কশ্চোহপি কুরুতে পিতুঃ কার্য্যং স উত্তমঃ ।

উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ ॥

উক্তোহপি কুরুতে নৈব সপুত্রো মল উচ্যতে ॥

অর্থাৎ, যে পুত্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া আঙ্কা পাইবার পূর্বে কার্য্য করে সে উত্তম, যে পিতার আঙ্কা পাইয়া তদনুসারে কার্য্য করে সে মধ্যম এবং যে পিতার আঙ্কা পাইয়া ও কার্য্য করে না তাহাকে পিতার মল বলে ।

পিতা মাতার সেবা সম্বন্ধে মহামনা ব্যক্তিগণ যে সকল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার আলোচনা করা যাউক । *ধর্মপুরাণে এই বৃত্তান্তটি আছে :—প্রাচীনকালে তপোদেব নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার কৃতবোধ নামে একটা মাত্র পুত্র ছিল । কৃতবোধ যৌবনে পদার্পণ করিলে, তপোদেব তাঁহার উদ্বাহ-কার্য্য সমাধা করিলেন । * পুত্রটি নানাশাস্ত্র * অধ্যয়ন করিয়া সুগণ্ডিত হইলেন । ইহা দেখিয়া তপোদেব আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন । কিন্তু কৃতবোধ তাঁহার পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করা দূরে থাক, তাঁহার মনে দারুণ আঘাত প্রদান করিলেন । তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া তপঃসাধন করিবার জন্ত উৎসুক হইলেন । তপোদেব তাঁহার পুত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে বৃথাইয়া বলিলেন, দেখ, আমার ও আমার স্ত্রীর বৃদ্ধাবস্থা, তুমি বিবাহ করিয়াছ, আমাদের প্রতিপালনের ভার তোমার উপর হইল । তুমি এ সময়ে গৃহ ত্যাগ করিলে, আমাদের গতি কি হইবে ? ব্রাহ্মণের তপস্যা করা যেমন কর্তব্য, পরিজনগণকে পালন করণ সেই প্রকার কর্তব্য । একটা কর্তব্যকে অবহেলা করিয়া অপরটি পালন করা কি উচিত ? অতএব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিও না ।

কৃতবোধ পিতার আদেশ শুনিলেন না । তিনি গঙ্গাতীরে তপোনিরত হইয়া রহিলেন । কথিত আছে যে, তপস্যায় তাঁহার অনেক বৎসর অতিবাহিত হইল, তিনি নিশ্চল ভাবে আছেন দেখিয়া, তাঁহার কেশের মধ্যে পক্ষিগণ বাসা করিয়া

রহিল, বন্দীক তাঁহার শরীরকে আবৃত করিল, অজ্ঞাত প্রাণিগণও তাঁহার কেশ-
মধ্যে অবস্থিতি করিয়া শাবক উৎপাদন করত স্থানান্তরে বাইতে লাগিল।
একদা বৃষ্টি-নিবন্ধন কৃতবোধের শরীরস্থ বন্দীকের মাটি গলিয়া পড়িতে তাঁহার
ধান-ভঙ্গ হইল। তখন তিনি নিজের অবস্থা হৃদয়লব্ধ করিয়া, তাঁহার তপস্যা
সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। পরে গঙ্গায় স্নান করিয়া গৃহাভিমুখে
বাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে কৃতবোধের শরীরে বকের বিষ্ঠা নিপতিত হইল।
ইহাতে তিনি কোপাধিত হইয়া অন্ধকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার
কোপ-দৃষ্টিতে বক ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

এই ঘটনাদে, কৃতবোধের মনে অহঙ্কারের উদয় হইল। বাইতে বাইতে
মধ্যাহ্ন হওয়াতে, তিনি এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করিলেন।
বাটীতে প্রবেশ করিয়া দোঁখলেন যে, একটা বালক একজন বৃদ্ধের পদসেবা
করিতেছে। বালকটী উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা না করাতে, কৃতবোধ তাহার
উপর খর-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইহা দেখিয়া বালকটী বলিল, আপনি ক্রোধ
করিবেন না, আমি এখন পিতার সেবা করিতেছি। তিনি গাত্রোখান করিলে পর
আপনার কথাবিহিত্ত সৎকার করিব। ইহা শুনিয়াও কৃতবোধের ভাবান্তর হইল না।
দেখিয়া বালকটী বলিয়া উঠিল। পিতার সেবাই পুত্রের প্রধান কর্তব্য। আপনি
অসন্তুষ্ট হইয়া আমার কি করিবেন? আমি এক নই কে ভয় হইব। বালকের
কথায় কৃতবোধ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তিনি বালকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন
তুমি ঘটনাটী কি প্রকারে জানিতে পারিলে? বালকটী তাঁহাকে বারাণসীস্থ
তুলাধর নামক ব্যাধের নিকট বাইতে বলিল।

কৃতবোধ সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে আহারাদি করিয়া বারাণসীতে, তুলাধরের
কাছে গমন করিলেন। তুলাধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কথোপকথন করিতে
করিতে কৃতবোধ সন্ধ্যাবেলা বাহা যাহা ঘটনাছিল, সমুদয় বর্ণনা করিলেন। ইহাতে
কৃতবোধ আরও অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ব্যথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
তুমি এসকল কি প্রকারে জানিতে পারিলে? তুলাধর বলিল, আমি ব্যাধী,
অতিনীচজাতীয়, তপস্বী ও মহি, পণ্ডিতও নহি। ফোন মুনির উপদেশ
সম্মুখায়ে আমি আমার পিতা মাতার সেবা করিয়া থাকি। ইহাই আমার
তপস্যা এবং ইহাই আমার ধর্ম। ইহার মধ্যেই আমি দুয়ের ঘটনা সকল

জানিতে পারি। আপনি পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত হউন, তাহাই প্রকৃত তপস্যা।

দাক্ষিণাত্যে পণ্ডরশুর তীর্থের ইতিহাস এই বৃত্তান্তটী আছেঃ—পুণ্ডরীক নামে একজন ব্রাহ্মণ নিজ পিতা মাতার সহিত ডিঙিরি-বনে বাস করিতেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সপ্তদশ বৎসরে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি প্রথমে পিতা মাতার যথেষ্ট সেবা করিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জীৱ বশীভূত হইয়া পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদিগকে সাংসারিক কার্য্য করিতে হইত এবং খাওয়া পরাতেও তাঁহাদের কষ্ট হইতে লাগিল। পুণ্ডরীক তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা করিলেও তাঁহার জীৱ নিকট হইতে বাধা পাইতেন। জাস্ত্রদেব এবং সত্যবতী এ প্রকার ক্রেশ সহ করিতে না পারিয়া পুণ্ডরীকের সম্মতি লইয়া গোপনে তীর্থ যাত্রা করিলেন। কিছু পরে ইহাদের তীর্থ যাত্রার কথা অবগত হইয়া পুণ্ডরীকের জীও তীর্থ-দর্শনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে উভয়ে ঘোটক আরোহণে যাত্রা করিল এবং জাস্ত্রদেব ও সত্যবতীর সহিত মিলিত হইল।

জাস্ত্রদেব ও সত্যবতীর যন্ত্রণা এখন পূর্ক্সাপেক্ষা অধিক হইল। পুত্র ও পুত্রবধুর কার্য্য সমাধা কবিয়া তাঁহাদিগকে ঘোড়ার সেবা করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা কাশীধামের দক্ষিণে কুক্কুটস্বামীৱ আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা থাকিবার স্থান পাইলেন। আহাৱাদির পর সকলে শয়ন করিয়াছেন এমন সময়ে পুণ্ডরীকের দৃষ্টি অঙ্গনের দিকে নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন, চারিজন কুৎসিত রমণী মলিনবেশে স্বামীজীর নিকট গমন করিল। কিন্তু, কিরূপে পরে তাহারা প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদিগকে অরূপা ও স্তব্ধা বলিয়া বোধ হইল। দেখিয়া পুণ্ডরীক বিষমায়ত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহারা বলিলেন—‘তোমাদের জ্ঞান পাপাদিগকে দেখিয়া আমরা মলিন হইয়াছিলাম, পরে স্বামীজীর দর্শনলাভে আমরা সুন্দর দেহ পাইয়াছি। তুমি কি জাননা যে পিতা মাতার ঋণ কোন প্রকারে পরিশোধ করা যায় না? তাঁহাদের সেবা করা দূরে থাক, তুমি তাঁহাদিগকে যন্ত্রণা দিতেছ। ব্রহ্মহত্যা ও পুত্রহত্যাও আমরা করিতে

পারি। কিন্তু গুরুদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহীকে আমরা কোন প্রকারে নিষ্কৃতি দিতে পারি না।”

তখন পুণ্ডরীক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্বামীজী কি প্রকারে পুণ্য সঞ্চয় করিলেন এবং আপনাবুঁই বা কে ? রমণীগণ বলিলেন যে, পিতা মাতার সেবা করিয়া স্বামীজী পবিত্র হইয়াছেন। আমাদের নাম, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও গোদাবরী। উহা অবগত হইয়া পুণ্ডরীক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নদীতে কি প্রকারে পাপ স্পর্শে ? তাঁহারা বলিলেন যে, তোমার শ্রায় পাপী আমাদের জলে অবগাহন করিলে আমরা পাপে মলিন হই। স্বামীজীর শ্রায় পুণ্যবান্ ব্যক্তির দর্শনে আমাদের মলিনতা দূর হয় এবং আমরা পবিত্র হই। অনন্তর রমণীগণ পুণ্ডরীককে পিতা মাতার সেবা করিতে বলিলেন, এবং ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, সেরূপ কার্য্য না করিলে তীর্থ-দর্শনে কোন ফল হইবে না। আর পিতা মাতা বর্তমান থাকিতে তীর্থ-দর্শনে কোন ফল নাই। এই কয়েকটা কথা বলিয়া তাঁহারা অন্তর্ধান করিলেন।

পরে পুণ্ডরীক গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার পিতা ও মাতাকে ঘোড়কের উপর বসাইয়া তিনি সন্ত্রীক পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া তিনি একমনে পিতা মাতার সেবা করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর সহ পুণ্ডরীকের কুটীরে আগমন করিলেন। পিতা মাতার সেবায় অগ্নমনস্ক থাকাতে, পুণ্ডরীক তাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই। কিন্তু, জাম্বুদেব দেখিতে পাইয়া পুণ্ডরীককে অভ্যর্থনা করিতে বলিলেন। পুণ্ডরীক তাঁহার সেবাব্রত পরিত্যাগ করিলেন না, তবে শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর সমক্ষে একখানি ইষ্টক রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা ইহার উপর দাঁড়াইলেন। পিতা মাতার কার্য্য শ্রেণ করিয়া পুণ্ডরীক শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীকে সান্তাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পুণ্ডরীকের জনকজননীর সেবায় একপ্রতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পিতৃ-সত্য পালন জন্ত ঐরামচন্দ্রের রাজ্যত্যাগ ও চতুর্দশ বৎসর বনবাস, ও ভীষ্মদেবের পিতার জন্ত চির-ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ বর্ণিত আছে। অত্যাশ্চর্য্য কৃত মহাত্মা পিতা মাতার সেবায় আপন আপন জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অরূপম প্রভাব দীপ্তি পাইতেছে।

অষ্টাশ্র পূজাই ও, মানাই ব্যক্তিগণের প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য এই :—

জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো ভ্রাতা মৃত্তে পিতরি শোনক ।

সর্কেবাং স পিতা হি ত্যাং সর্কেবামমুপালকঃ ॥

গুরুড়পুরাণ ১।১১৪

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠের কীদৃশ ভক্তি দেখাইতে হয়, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভরতাদির এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমাদির ব্যবহারে সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এ স্থলে বর্ধমানাধিপতি মহাতাপটন্দ বাহাদুরের ব্যয়ে বঙ্গভাষার অনুবাদিত, বাঙ্গালীক-রামায়ণ হইতে ভরত সম্বন্ধীয় কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করা হইল। বশিষ্ঠদেব এক সভা আহূত করিয়া ভরতকে বলিলেন—“তুমি অমাত্য-দিগকে প্রমুদিত করতঃ পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত এই অকণ্টক রাজ্য ভোগ কর, শীঘ্র স্বয়ং অভিযুক্ত হও”। ইহার প্রত্যুত্তরে ভরত বলিলেন—“যিনি ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সম্যক্ প্রকারে কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানেই তৎপর আছেন, মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি সেই ধীমানের রাজ্য হরণ করিতে পারে? যে, রাজা দশরথের গুণসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে কি প্রকারে পরের রাজ্য অপহরণ করিবে? এই রাজ্য রামের এবং আমিও তাঁহার অধীন। হে মহর্ষে! এমত স্থলে আমাকে ধর্ম্মসঙ্গত-বাক্য বলাই আপনার উচিত”। পরে ভরত চীর, জটা ও অজিন ধারণ করতঃ শ্রীরামচন্দ্রকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আনিবার জন্ত গমন করিলেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র যখন তাঁহার অনুরণ বিনয় শুনিলেন না, তখন তিনি একঘোড়া হেমভূষিত পাছুকা শ্রীরামচন্দ্রের চরণে পরাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ বলিলেন—“হে বীরবর! রঘুনন্দন! আমি চতুর্দশ বৎসর জটা বকলধারী হইয়া ফুল মূল ভোজন করতঃ আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনার পাছুকাহ্মে রাজ্য ব্যাপার সমর্পণপূর্ব্বক নগরের বাহির্ভাগে বাস করিব। যে দিন চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হইবে, সেই দিবস যদি আপনাকে দর্শন করিতে না পাই, তবে হতাশনে প্রবেশ করিব”। ইহা বলা বাহুল্য যে, ভরত এই ভাবে চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ রাজ্য প্রত্যর্পণপূর্ব্বক অপায় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

কনিষ্ঠস্তত্র সর্কোহপি সমুদেনামুদ্বর্ত্ততে ।

সমোপভোগজীবেষু যথৈব তনয়স্তথা ॥ গুরুড়পুরাণ ১।১১৪

অর্থাৎ, তদ্ব্যধো কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের অনুবর্তন করিবে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও কনিষ্ঠকে আপন সম্বন্ধের দ্বারা প্রতিপালন করিবেন ।

ব্রীতুর্জ্যেষ্ঠস্ত ভাৰ্য্যা যা গুরুপত্ন্যমুজস্ত সা ।

যবীৰ্যসস্ত যা ভাৰ্য্যা স্মৃযা জ্যেষ্ঠস্ত সা স্মৃতা ॥

মহুসংহিতা ৮৫৭

অর্থাৎ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জায়া কনিষ্ঠের পক্ষে মাতৃতুল্যা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভাৰ্য্যা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষে পুত্রবধূতুল্যা হন ।

বিদ্যা কৰ্ম্ম বয়ো বন্ধু বিতৈশ্বৰ্য্যাত্মা যথাক্রমম্ ।

এতৈঃ প্রভূতৈঃ শূদ্রোহপি বান্ধবৈকৈ মানমহতি ॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।১১৫

অর্থাৎ, বিদ্যা, কৰ্ম্ম (শ্রোত স্মার্ত ক্রিয়াকলাপ) বয়স, বন্ধুতা (পিতৃবাদি সম্বন্ধ) ও বিত্ত, এই সকল থাকাতে, লোক যথাক্রমে, মানাই হইয়া থাকেন । এই সকল গুণ প্রচুরপরিমাণে থাকিলে শূদ্রও বান্ধবকো মাত্র হইতে পারেন ।

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্ত পলিতং শিরঃ ।

সো বৈ যুবাণ্যাদীমানস্তং দেবাস্থিবিঃ বিদ্বঃ ॥

মহুসংহিতা ২।১৫৬

অর্থাৎ, যাহার মাথার চুল পাকিয়াছে, সেই যে বৃদ্ধ এমন নহে, যুবাও যদি বিদ্বান্ হন, তাঁহাকেও দেবতারা বৃদ্ধ বলেন ।

শয্যাসনেহধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ ।

শয্যাসনস্থশ্চৈবনং প্রতীখ্যাত্যভিবাদয়েৎ ॥ ঐ ২।১১৯

অর্থাৎ, বিদ্যাতে শ্রেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির শয্যায় শয়ন, বা আসনে উপবেশন করা উচিত নহে, তাহাতে অকল্যাণ হয় । গুরুতর লোক সমাগত হইলে, কনিষ্ঠ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবেন ।

অৰ্বাচ্যো দীক্ষিতো নাম্না যবীৰ্য্যানপি যো জবেৎ ।

ভো ভবৎ পূৰ্ব্বকল্বেনমভিধাষেত ধৰ্ম্মবিৎ ॥ মহু ২।১২৮

অর্থাৎ, দীক্ষিত ব্যক্তি বয়সে ছোট হইলেও ধৰ্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার নাম লইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিবেন না । কিন্তু ভো ভবান্ (অর্থাৎ আপনি, মহাশয় প্রভৃতি সম্মানসূচক) শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে আর্হান করিলেন ।

অভিবাদনশীলস্ত নিত্যং বুদ্ধোপসেবিনঃ ।

চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্কিছুদ্যশৌবলম্ ॥ ঐ ২।১২১

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সর্বদা সমাগত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে যথাবিহিত অভিবাদন করেন, তাঁহার আয়ুঃ, বিদ্যা, যশঃ ও বল এই চারিটী পরিবর্দ্ধিত হয় ।

পরিজনবর্গ এবং অত্যাশ্রিত ব্যক্তি সম্বন্ধে, শাস্ত্রকারগণ গৃহীর কর্তব্য বিষয়ে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন :—

গৃহস্থো গোপয়েদ্ধারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সূতান্ ।

পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধুনেষ ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥

কত্মাপোষং পালনীয়্য শিক্ষণীয়াতিষত্ততঃ ।

দেয়া বরায় বিদ্যে ধনরত্নসমগ্ৰিতা ॥

মহানির্বাণতত্ত্ব চম উল্লাস ।

অর্থাৎ, গৃহী ব্যক্তি দারাকে রক্ষা করিবে, পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে এবং আশ্রিত বন্ধুগণকে পোষণ করিবে, ইহাই সনাতন ধর্ম্য । কত্মাকেও এই প্রকারে (অর্থাৎ পুত্রবৎ) পালন করিবে এবং অতিষত্ত্বের সহিত শিক্ষা দিবে । পরে, তাহাকে ধনরত্ন-সমগ্ৰিতা করিয়া জ্ঞানবান্ পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করিবে ।

সংপাত্রে কত্মা-সম্প্রদান-সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন ;—

কামমামরণাৎ তিষ্ঠেহ্ গৃহে কত্মর্জু মতাপি ।

নৈচৈবনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিং ॥ ৯৮৯ মন্ত সং

অর্থাৎ, বরং কত্মা ঋতুমতী হইয়াও যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, তথাপি তাহাকে গুণবিহীন পাত্রে সমর্পণ করিবে না ।

নাশুকপায় পাত্রায় পিতা কত্মাং দদাতি চেৎ ।

কামলোভাভ্যাস্কোহাৎ শতাকং নরকং ব্রজেৎ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৪।৪১

অর্থাৎ, যদাপি পিতা, কাম, লোভ, ভয় কিংবা মোহ বশতঃ নিজ কত্মাকে অপাত্রে সম্প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহাকে শত বৎসর নরকভোগ করিতে হয় ।

বরায় গুণহীনায় শুদ্ধারাজ্ঞানিনে তথা ।

দেবদ্যায় চ মূর্খান্নরোগিণী কুংক্ষিতায় চ ॥

অত্যন্তকোণযুক্তায় চাত্যন্তহৃদ্যায় চ ।

পদ্মলারাজহীনায় চাক্ষায় বধিরায় চ ॥

জড়ায় চৈব মুকায় ক্লীবতুল্যায় পাপিনে ।

ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোপি বশ্চ কত্যাং দদাতি চ ॥

ব্রহ্ম বৈ. পু. ২।১৬

অর্থাৎ, শুণহীন, বৃদ্ধ, জ্ঞানহীন, দরিদ্র, মূর্খ, রোগী, কুৎসিত, অত্যন্ত কোপন, অত্যন্ত হৃদ্য, পশু, অঙ্গহীন, অন্ধ, বধির, জড়, মুক, ক্লীবতুল্য ও অর্ধাশ্বিক পাত্রে যে ব্যক্তি কত্যা সম্প্রদান করে, সে ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হয় ।

গৃহী দদাতি স্বসুতাং রাজ্যসম্পত্তিশালিনে ।

কত্যাং হুঃখিনীং দৃষ্টা কত্যাঘাতী ভবেৎ পিতা ॥ ঐ ১।৪১

গৃহীব্যক্তি যদিও রাজ্যসম্পত্তিশালী পাত্রে কত্যা সম্প্রদান করিলেও সে পাত্র মনোমত না হওয়াতে, কত্যা যদি হুঃখে জীবন যাপন করে, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ কত্যা বধভাগী হয় ।

দম্পতীধর্মসম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

সুসংস্কার্ধ্যার্থকামেযু দম্পতীভ্যামহর্নিশং ।

একচিত্ততয়া ভাব্যং সমানব্রতবৃত্তিতঃ ॥ ব্যাসসংহিতা ২।১৮

অর্থাৎ, ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটী পুরুষার্থ লাভের জন্ত, স্ত্রী-পুরুষ একমনে সমান ব্রত অবলম্বন করিবে ।

সখায়ঃ প্রিবিবিক্তেষু ভবত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ ।

পিতরো ধর্মকার্যেষু ভবত্যার্তস্য মাতরঃ ॥

কান্ত্যারেষুপি বিশ্রামো জনসাম্পদিকস্য বৈ ।

যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তান্দারঃ পরা গতিঃ ॥

অর্থাৎ, প্রিয়ংবদা স্ত্রী অসহায়ের দখা স্বরূপ, ধর্মকার্যে পিতা স্বরূপ, আর্ত-জনের মাতা স্বরূপ এবং কান্ত্যারে আশ্রয় স্বরূপ । বাহুর্দেয় স্ত্রী আছে তাঁহার। সকলের বিশ্বাসভাজন । সূতরাং ভাৰ্য্যাই পুরুষের পরমমুখতি ।

নহি কান্ত্যং পরোবন্ধুর্নহি কান্ত্যং পরঃ প্রিয়ঃ ।

নহি কান্ত্যং পরো দেবো নহি কান্ত্যং পরোঋতঃ ॥

নহি কাস্তাং পরো ধর্মো নহি কাস্তাং পরা ধনম্ ।

নহি কাস্তাং পরাঃ প্রাণা ন কঃ কাস্তাং পরঃ স্ত্রিয়াঃ ॥

ত্র. বৈ. পুরাণ ৪১৭

অর্থাৎ, নারীর পক্ষে পতিতুল্য পরম বন্ধু, পতিতুল্য পরম প্রিয়, পতিতুল্য পরম দেবতা, পতিতুল্য পরম গুরু, পতিতুল্য পরম ধর্ম, পতিতুল্য পরম ধন, পতিতুল্য পরম প্রাণ এবং পতিতুল্য পরমবস্ত্র আর নাই ।

ব্রতং পতিব্রতানীঞ্চ পতিসেবা পরং তপঃ ।

যথা পুত্রঃ পরপতিরেষ ধর্মশ্চ বোধিতাম্ ॥ ঐ ৪১৫৯

অর্থাৎ, পতিব্রতা নারীর পক্ষে পতিসেবাই পরমব্রত ও পরমতপস্যা । নারীগণ পরপতিকে পুত্রের স্থায় দেখিবে, ইহাই তাহাদিগের ধর্ম ।

সা ভার্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্যা যা প্রিয়ংবদা,

সা ভার্যা যা প্রিয়প্রাণা সা ভার্যা মা পতিব্রতা ॥ গরুড়পুরাণ ।

অর্থাৎ, যিনি গৃহকার্যে নিপুণা তিনিই যথার্থ ভার্যা, যিনি প্রিয় বাক্য বলেন তিনিই প্রকৃত ভার্যা, যিনি পতিপ্রাণা তিনিই প্রকৃত ভার্যা এবং যিনি পতিব্রতা তিনিই প্রকৃত ভার্যা ।

সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যসপরাশুখী ।

কুর্য্যাক্ষুণ্ডরয়োঃ গাদবন্দনং ভর্তৃতং পরা ॥ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ।

অর্থাৎ, স্ত্রীলোক গৃহের দ্রব্য সকল গুছাইয়া রাখিবে, গৃহ কাজে দক্ষা হইবে, হাস্য মুখে থাকিবে, অতিব্যয়পরায়ণ্যুখী হইবে স্বশ্রু ও স্বস্তরের পদ বন্দনা করিবে এবং পতির বশীভূতা হইয়া সকল কার্য সমাধা করিবে ।

পতিব্রতা নারীর ধর্ম শাণ্ডিলীর দৃষ্টান্তে বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে । দেবলোকবাসিনী স্ত্রীমনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দেবি ! তুমি কোন্ পুণ্যক্ষেত্রে এই দেবালোকে আগমন করিলে ? ইহার উত্তরে শাণ্ডিলী বলিলেন :—দেবি ! আপনি একরূপ বিবেচনা করিবেন না যে শিরোমুণ্ডন বা জটাবল্লাদি ধারণ করিয়া অগ্নি দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছি । আমি আমার স্বামীর প্রতি কখন অহিত বা কটু বাক্য প্রয়োগ করি নাই । আমি সর্বদা অপ্রমত্ত হইয়া একমনে, দেববন্দ, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজায় নিযুক্ত থাকিতাম এবং স্বশ্রু ও স্বস্তরের সেবা করিতাম । আমি কখন মনোমধ্যে

কুটিল ভাব রাগিতাম না । কখন বাহিরে দণ্ডামমান বা কাহারও সহিত অধিক ক্ষণ কথোপকথন করিতাম না । কখন কোন স্থানে হাস্যজনক ও অহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিতাম না । আমার স্বামী স্থানান্তর হইতে ক্রতগমন করিলে আমি সমাহিতচিত্তে আসন প্রদানপূর্বক তাঁহাকে উচিতমত পূজা করিতাম । তাঁহার অপরিচ্ছাদ ও অনভিমত ভক্ষ্য কিংবা লেহ্য দ্রব্য আমি পরিত্যাগ করিতাম । আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বয়ং কিংবা অন্তের দ্বারা পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনগণের যে সকল কার্য করা আবশ্যিক তাহা সম্পাদন করিতাম । আমার স্বামী বিদেশে গমন করিলে আমি কেশ সংস্কার এবং গন্ধ মালাদি দ্বারা দেহের সৌন্দর্য সাধনে তৎপর না হইয়া, সর্বদা 'ঐক্য' মনে নানাপ্রকার মঙ্গল কার্যের অনুষ্ঠান করিতাম । যখন তিনি স্নাত্তে নিদ্রা যাইতেন, আমার কোন বিশেষ কার্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানে গমন করিতাম না । পরিবার প্রতিপালন সম্বন্ধে তাঁহাকে সর্বদা বিরক্ত করিতাম না । গৃহের কোন গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিতাম না এবং সর্বদা বাটীটা পরিষ্কার রাখিতাম ।

নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইল, এখন জীব প্রতি স্বামীর ও অজ্ঞাত আত্মীর জনের কর্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটি শাস্ত্রীয় উপদেশ বিবৃত করা যাইতেছে ।

কলাংশাংশ-সমুদ্ভূতং প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ ।

যোষিতামপমানেন ঐক্যভেদেচ পরাভবঃ ॥ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ২।১

অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীলোক, হয় প্রকৃতির অংশ, না হয় প্রকৃতির কংশের অংশ । এই নিম্নিত্ত একটা জীলোককেও অবমান করিলে, প্রকৃতিকে অবমান করা হয় ।

যো ভবেৎ পণ্ডিতঃ সোহপি প্রকৃতিং নাবমন্ততে ।

সর্বৈ প্রকৃতিকীঃ পুংসঃ কামিনীঃ প্রকৃতেঃ কৰ্মাঃ ॥ ঐ ২।১২।১৮

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পণ্ডিত তাঁহার পক্ষে প্রকৃতির অবমাননা কোন মতেই উচিত নহে ! যে হেতু 'পুরুষমাত্রেই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত এবং কামিনীগণ প্রকৃতির অংশসমূহ ।

ধনের বাসসা প্রেয়া শ্রদ্ধয়া মৃতভাষণৈঃ।

সততং তোষয়েদ্বারান্ নাশ্রিয়ঃ কচিদাচরেৎ ॥ মহা নিশ্চয়ঃ ৮৮২
অর্থাৎ, ধন, বসন, প্রেম, শ্রদ্ধা ও মিষ্ট বাক্য প্রভৃতির দ্বারা সর্বদা পত্নীকে
সন্তুষ্ট রাখিবে। কখনও তাঁহার অশ্রিয় আচরণ করিবেনা।

তর্জ্যত্রাপিতৃজাতিশ্রদ্ধাশ্রদেবরৈঃ।*

বহুভিচ্ছ দ্বিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছদনাশনৈঃ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১৮২
অর্থাৎ, ভর্তা, ভ্রাতা, পিতা, জাতি, শ্রদ্ধা, শ্রবণ, দেবর ও বহুগণ, বস্ত্রালঙ্কার
ও ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা জীলোকদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন।

যত্র নার্যাস্ত পূজ্যস্তে ব্রহ্মন্তে তত্র দেবতাঃ।

যত্রৈতাস্ত ন পূজ্যস্তে সর্বাভ্যুত্থাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ মনু সং ৩.৮৬

অর্থাৎ, যে গৃহে নারীগণের সমাদর আছে, দেবতারা সে গৃহে সন্তুষ্ট থাকেন
কিন্তু যে স্থানে নারীগণ পূজিতা হয়েন না, তথায় ক্রিয়া-কর্মাদি নিফল হয়।

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশান্ত্যাপ্ত তৎকুলম্।

ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥ ঐ ৩৫৭ -

অর্থাৎ, যে গৃহ মধ্যে জীলোকেরা সর্বদাই হুঃখিত থাকেন, সেকুল নীচ
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর যেখানে জীলোকের কোন হুঃখ নাই, সে পরিবারের
সর্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়।

শ্রুত্মৈভ্যোহপি প্রসঙ্গেভ্যঃ জীয়ো রক্ষা বিশেষতঃ।

দ্বয়োহি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়রক্ষিতাঃ ॥

ইমং হি সর্ববর্ণানাং পশ্যন্তি ধর্মমৃতমম্।

যতস্তে রক্ষিতুং ভাৰ্য্যা ভর্তারো দুর্বলা অপি ॥

অর্থাৎ, সামান্য প্রসঙ্গ হইতেও জীজাতিকে রক্ষা করিবে, কারণ তৎপক্ষে
কুটি হইলে তাহা পিতৃকুল ভর্তৃকুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়।
ভাগ্যরক্ষা সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা অবগত হইয়া সন্তান বর্ণের লোক
দুর্বল হইলেও স্বীয় স্বীয় জীকে রক্ষা করিবে।

অরক্ষিতা গৃহে কৃদ্ধা পুরুষৈরাশ্রকামিভিঃ।

আত্মানমাশ্রনা যান্ত বৃক্ষেযুস্তাঃ শ্ররক্ষিতাঃ ॥ মনু সং ৯১২

অর্থাৎ, জীলোক বিধ্বস্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক গৃহ মধ্যে অরক্ষিত থাকিলেও

প্রকৃত পক্ষে রক্ষিতা নহে, তবে, যে আপনাকে আপনি রক্ষা করে সেই
স্বরক্ষিতা হয়।

উৎসবে লোকযাত্রার তীর্থেষু নিকেতনে।

ন পত্নীং প্রেরয়েৎ প্রাজঃ পুত্রামাত্যবিবর্জিতাম্ ॥ মহা নি ত্ত্ব
অর্থাৎ, প্রাজ ব্যক্তি, উৎসবে, বহুলোকসমাগমস্থলে, তীর্থস্থানে কিংবা
পন্ন গৃহে, পুত্র কিংবা আত্মীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে না দিয়া পত্নীকে কোন মতে একাকী
প্রেরণ করিবেন না।

লালনীর সন্য ভাৰ্যা তাড়নীর তথৈব চ।

লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী-স্ত্রী-ভবতি নানাথা ॥ শাস্ত্র।

অর্থাৎ, ভাৰ্যাকে সর্বদা লালন করিবে, এবং শাসনেও রাখিবে। স্ত্রীর
প্রতি এবশ্বকার ব্যবহার করিলে সে লক্ষ্মীর ন্যায় গুণবতী হইবে, ইহার
অন্তথা হইবেনা।

কিং তজ্জ্ঞানেন তপসা জপহোমপ্রপূজনৈঃ।

কিং বিদ্যা বা যশসা স্ত্রীভিৰ্যস্য মনোহতম্ ॥ ব্রহ্ম বৈ পু ২।১৬

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্ত্রীর বাধ্য, তাহার জ্ঞান, তপসা, জপ, হোম, পূজা,
বিদ্যা কিংবা যশঃ প্রভৃতি সমুদায়ই নিরর্থক।

ধর্মপত্নী সমাখ্যাতা নির্দোষা যদি সা ভবেৎ।

দোষে সতি ন দোষঃ স্যাদন্যা কার্যা গুণান্বিতা ॥ দক্ষ সঃ ৪।১৬

অর্থাৎ, প্রথম পরিণীতা স্ত্রী দোদশূন্য হইলে তাঁহাকে ধর্ম পত্নী বলা যায়।
তাঁহার দোষ থাকিলে পুরুষ অন্য গুণবতী ভাৰ্যা গ্রহণ করিতে পারে তাহাতে
কোন দোষ নাই।

যা যোগিনী স্যাৎ তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।

সামুজ্জা সাধিদেত্তব্যা ন্যবমান্যা চ কহিচিৎ ॥ মনু সঃ ৯।৮২

অর্থাৎ, পীড়াগ্রস্তা স্ত্রী বহুপি পতির হিতে রতা ও শূশীলা হয়, তাহা
হইলে তাহার অহুমতি লইয়া, পুরুষ অন্য বিবাহ করিবে, কিন্তু কোন মতে
তাঁহার অবমাননা করিবে না।

কেহ কেহ ধর্মসাধন উদ্দেশ্যে, সংসার জাশ্রম ত্যাগ করিয়া নৈরাগ্য অবলম্বন
করে, উৎসর্গের পাত্রের অঙ্গুলি এই :—

অনপত্যাক যুবতীং কুলজাক পতিব্রতাত্ম ।

ভক্ত্য ভবেহ্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যতীতিবা ॥

বাণিজ্যে বা প্রবাসে বা চিরং দূরং প্রবাসি যঃ ।

তীর্থে বা তপসে বাপি মোক্ষার্থং জন্মযজ্ঞিতঃ ।

ন মোক্ষস্তস্য ভবতি ধর্মসংস্থানং ব্রহ্ম ॥ ব্রহ্ম বৈ পু ৪।১১৩

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সংকুল-সঙ্কতা, পতিব্রতা, অনপত্যা যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী হইয়া তপস্তা করে, অথবা, তীর্থ-দর্শন, বাণিজ্য বা অন্ত্র কার্য উপলক্ষে চিরকাল প্রবাসে থাকে, তাহার মোক্ষ-লাভের আশা দূরে থাকে, নিশ্চয় তাহাকে ধর্ম হইতে অলিঙ্গিত হইতে হয় ।

বিধবাগণের আচরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ এই :—

মৃত্যে ভর্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা ।

স্বর্গং গচ্ছতাপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ মহু সং ৫।১৬০

অর্থাৎ, স্বামীর মৃত্যুর পর সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন । তিনি অপুত্রা হইলেও, তাহার ব্রহ্মচারীর স্থায় স্বর্গলাভ হইবে ।

নাগ্নমুদ্বর্ত্তয়েষাঈসর্গাম্যাদাশ্রমপি ত্যজেৎ ॥

দেবব্রতা নয়েৎ কুলং বৈধব্যং ধর্ম্মমাপ্রিতা ॥

মহা নিঃ তন্ত্র ১১।৫৭

অর্থাৎ, বিধবা স্ত্রী অগ্নিকি তৈল কিংবা কোন অগ্নিকি দ্রব্য অঙ্গে দিবেন না এবং গ্রাম্য আশ্রম পরিত্যাগ করিবেন । তিনি বৈধব্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সর্বদা দেবপূজার ও ব্রতে মন দিবেন ।

তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্ত্বঃ কুশতিলৌকিকৈঃ ।

তংপিতৃভ্যং পিতৃশ্রাদ্ধাং নামগোত্রাদিপূর্ব্বকং ॥

কালীখণ্ড ৪।৮০ ।

অর্থাৎ, পুত্রহীন বিধবা নারী প্রতিদিন কুশ, তিল ও জল দ্বারা স্বামীর ও ভদ্রীয় পিতা ও পিতামহের নামগোত্রাদি উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিবেন ।

বিধোক্ত পুঙ্জনং কার্য্যং পতিবৃদ্ধা ন চাভ্যুত্থা ।

পতিমেব সদা ধ্যায়ৈষিক্রপধরং পরমুৎ ॥ ঐ ৪।৮১

অর্থাৎ, তিনি প্রতিদিন বিষ্ণুপূজা করিবেন, অন্নপূজা করিবেন না এবং পতিকে বিষ্ণুরূপধারী মনে করিয়া, ভক্তি সহকারে সর্বদা তাঁহার ধ্যান করিবেন ।

যদ্বদিষ্টভঙ্গং লোকে যচ্চ পত্ন্যঃ সমীহিতম্ ।

তত্তদুগ্ধগবতে দেয়ং পতিপ্রীণন-কাম্যম্ ॥ ঐ ৪।৮২

অর্থাৎ, পতি যে যে দ্রব্য অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, বিধবা নারী তাঁহার প্রীতি কামনার সেই সেই দ্রব্য গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন ।

উল্লিখিত শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে বিধবা নারীকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেবপূজা ও ব্রত অনুষ্ঠান এবং দান করিতে হয় । কিন্তু, হৃৎথের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেক হিন্দুগৃহে বিধবাগণকে এ সকল কার্য্যে সাহায্য করা দূরে থাক্, বাটার কর্ত্তা ও গৃহিণী তাঁহাদিকগকে পাচিকা কিংবা দাসীর কার্য্যে ব্যাপৃত রাখেন । কোথার তাঁহারা শুদ্ধাচারে থাকিবেন না তাঁহাদিকগকে গৃহের শিশু-গণের মলমূত্র পরিষ্কার করিতে হয়, গৃহস্থামি-স্ত্রীর বিছানা পাতিয়া শুইতে হয় এবং অপরিষ্কার বস্ত্র ও বাসনাদি ধোত করিতে হয় । ইহা অতীব বাহ্যনীয় যে, সহায়হীন ও শোকাভূরা বিধবা নারীগণ বাহাতে ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া স্বচ্ছন্দে নিজের জীবনের অর্থাংশ, অংশ অতিবাহিত করিতে পারেন, তৎপক্ষে আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণের যত্নবান হওয়া আবশ্যক ।

গৃহী ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিপ্রাণ এই :—

বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষেদ্বিত্তমেতি চ যাতি চ ।

অক্ষীগো বিত্ততঃ ক্ষীগো বৃত্ততস্ত হতোহতঃ ॥

মহাভ্যোগপক্ষ ।

অর্থাৎ, যত্নের সহিত চরিত্র রক্ষা করিবে । ধনের আগম ও অপগম সর্বদাই হইয়া থাকে । ধনবিষয়ে যে ক্ষীণ সে প্রকৃতপক্ষে ক্ষীণ নহে । যে ব্যক্তি চরিত্র-বিষয়ে হত, সেই ব্যক্তিই যথার্থ হত ।

সত্যমেব ব্রতং যন্ত দয়া দীনেষু সর্বথা ।

কাম্যক্রোধো বশে যন্ত তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৩৫

বিরক্তঃ পরদারেষু নিম্পৃহঃ পরবস্ত্রযু ।

দন্তমাংসখ্যহীনো যন্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৩৬

মহানির্বাণ-তত্ত্ব চম উল্লাস ।

অর্থাৎ, সত্য বাহার ত্রত, দীনেন্ন প্রতি বাহার সর্ব প্রকারে দয়া আছে এবং কাম ও ক্রোধ বাহার বশীভূত সেই ব্যক্তি কর্তৃক ত্রিভুবন জিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি পরজীতে অনাসক্ত, পরবস্ত্তে বাহার অভিলাক নাই এবং যে জন দম্ব ও মাৎসর্য-বিহীন তাহা-কর্তৃক ত্রিভুবন জিত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়ানি বশীকৃত্য গৃহ এব বসেন্নরঃ ।

তত্র তস্য কুরুক্ষেত্র নৈমিষং পুষ্করানি চ ॥ ব্যাস সং ৪।২৩

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া গৃহে অবস্থিতি করে, তাহার পক্ষে গৃহই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য ও পুষ্কর প্রভৃতি সমুদায় তীর্থ-স্বরূপ।

কাম রিপু অতিশয় প্রবল বলিয়া শাস্ত্রকারগণ সকলকে এইরূপে সতর্ক করিয়াছেন :—

বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রোজঃ পরজিয়ম্ ।

অবুক্তভাষণৈকৈব দ্বিয়ং শৌর্য্যম্ দর্শয়েৎ ॥ মহা. নি. তন্ত্র ৮।৪১

অর্থাৎ, প্রোজ ব্যক্তি, পরজীর সহিত বিরলে শয়ন কিংবা বাস করিবে না। কোন জীর প্রতি অশুচিত ভাষা প্রয়োগ করিবে না এবং কোন জীর নিকট নিজ গৌরব ও প্রাধান্য দেখাইবে না।

ন পৃচ্ছতি কুলে জাতাং পণ্ডিতশ্চ পরজিয়ম্ ।

নির্জনে বা বনে বাপি রহন্তেব পরজিয়ম্ ॥

ব্রহ্ম বৈঃ পুঃ ২।১৬

অর্থাৎ, কোন কুলকামিনী যখন নির্জনে, বনে, বা কোন শুণ্ডস্থানে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা পণ্ডিত ব্যক্তির উচিত নহে।

মাত্রা স্বস্তা হৃহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ ।

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামে বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ মহা সং ২।২১৫

অর্থাৎ, মাতা অথবা ভগিনী কিংবা হৃহিতার সহিত পুরুষের নির্জন গৃহে বাস করিতে নাই, কেন না ইন্দ্রিয়গণ বিদ্বাংস লোকেরও চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে।

শিষ্যগণের গুরুপত্নীকে প্রণাম করা উচিত। কিন্তু, তৎসম্বন্ধেও শাস্ত্রিকরগণ শিষ্যদিগকে সতর্কতা করিয়া দিরাছেন :—

কীমান্তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভূবি ।

বিধিবদ্ধনং কুৰ্য্যাদসাবহমিতি ক্রবন্ ॥

বিপ্রোব্য পাদগ্রহণমবহং চাভিবাদনম্ ।

গুরুদারেণ কুলীত সত্যং ধর্মমহুসরন ॥ মনু সংহিতা, ২।২১৬, ২

অর্থাৎ, যুবা শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইলে, তাঁহার চরণ গ্রহণ না করিয়া বিধিপূর্বক আমি অমুক আপনাকে অভিবন্দন করিতেছি বলিয়া ভূমিতে প্রণাম করিতে পারেন। আর প্রেবাস হইতে সমাগত যুবা শিষ্য, শিষ্টাচার অনুসারে প্রথম দিন বৃদ্ধা গুরুপত্নীর পাদ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাহার পর তাঁহাকে প্রত্যহ ভূমিতে অভিবাদন করিবেন।

পদার্থ মাত্রেরই প্রতি অধিক আসক্তি যে অনিষ্টজনক তাহাও এইরূপে দেখান হইয়াছে :—

ন জাতু কামঃ কীমানামুপভোগেন শাম্যতি ।

হবিষ্য কৃৎসন্যৈব ভূয় এযতিবর্দ্ধতে ॥ মনু সং ২।২৪

অর্থাৎ, কাম্য বিষয় উপভোগে কামনার শান্তি হয় না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে দৃষ্টান্তের দ্বারা যেমন অগ্নি অধিক প্রজ্জ্বলিত হয় তদ্রূপ।

এই নিমিত্তই প্রাচীন ঋষিগণ মিতাচার শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষরূপে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 'শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার' শিষ্যগণকে অনিষ্টজনক দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইহা সকলের জ্ঞান আবশ্যক যে, আর্থ্যজীবন ব্রহ্মচর্যের উপর স্থাপিত। মধুমাংসাদিসেবনে পাছে মাংসের স্বভাব উগ্র হয়, গন্ধ দ্রব্য ও মাংসাদি ব্যবহারে পাছে সৌখীনতা আইসে, নৃত্যগীতাদি পাছে লোককে আমোদে মগ্ন করিয়া রাখে, এই নিমিত্ত শিষ্যদিগকে কঠোরভাবে জীবন বাপন করিতে হইত। আবার, শিষ্যগণ বাহ্যতে উত্তরকালে অর্থাৎ যখন তাহারা বৃদ্ধ হইবে, শ্রবণীল, গুরুত্ব ও কার্যপটু হইতে পারিবে, তৎকালে হস্তপাদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কঠোর ব্রহ্মচর্য বিধি আছে।

এদ্বন্দ্বকায় কঠোরতা শিবাগণ আনন্দে সহিত অবলম্বন করিতেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের তবিদ্যাতের উন্নতির জন্য এই সকল বিধি বিহিত হইয়াছিল। আবার, আচার্য্যগণও শিবাগণকে বস্ত্রের সহিত শাস্ত্রানি পড়াইতেন ও তাঁহাদের চরিত্র ও ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন।

ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান সময়ে, ঈশ্বরদের মধ্যে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে। তন্নিস্বন্ধন সমাজের যে কত জনিষ্ট হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এতদ্বারা সংসারের ব্যয় এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, অভিভাবকদের পক্ষে পরিবার প্রতিপালন করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমনকি, মধ্যবিত্ত ব্যক্তি-গণের মধ্যে অনেককে ঋণগ্রস্ত হইতে হইতেছে। প্রবাদির দুর্ভাগ্যতা বশতঃ কিংবা অন্য কোন হেতু প্রযুক্ত বিলাসিতা যে আমাদের সাংসারিক দুরবস্থার একটা প্রধান কারণ, তৎপক্ষে সন্দেহমাত্র নাই। এ সম্বন্ধে, অভিভাবকদিগের সতর্ক হইয়া চলা উচিত আর সন্তানদেরও পিতামাতার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মিতাচার অবলম্বন করা কর্তব্য।

কামনার বিষয় উপভোগে যে কামনার বৃদ্ধি হয় ইহা অতি সমীচীন বাক্য। আর ভোগ্য দ্রব্যের প্রতি যত আসক্তি জন্মিবে, ততই মনুষ্যকে লোভের বশীভূত হইয়া বিষয় হইতে বিষয়াস্তবে ধাবিত হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে একটা আখ্যায়িকা এস্থলে বিবৃত করিলাম :—

ব্রাহ্মচারী বীৰ-পর্ষাটন করিবাব নিয়ম আছে। পরা ও অপরা বিজ্ঞা উপার্জন করিয়া, নানা স্থান দর্শন না করিলে কেহ জানী হইতে পারে না। একদা এক জন কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ কতিপয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া কোন প্রাচীন নগরের প্রান্তে একাকী বটবৃক্ষের তলে উপবেশন করিলেন। ক্রিষ্ণিৎ আহার ও বিশ্রামের পথ সেই নগরীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন অনেকগুলি ভয়গৃহেব মধ্যে একটা অপূর্ণ সৌধ শোভা পাইতেছে। প্রাসাদটা একটা উচ্চপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। উহার চারিদিকে প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন পথ, এবং পথের দুই ধারে পুষ্প বৃক্ষসকল অপূর্ণ শোভা ও সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। বাহির হইতে এই অট্টালিকাটীর অপূর্ণ শোভা দেখিয়া, পবিত্র মহাশয়ের অভ্যন্তরে বাইবার ইচ্ছা হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিয়া গেলেন। অবশেষে দক্ষিণদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রাসাদের

ভিতর প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বাররক্ষক তাঁহাকে নিষারণ করিয়া বলিল, “মহাশয়! এই প্রাসাদের দ্বারী একজন মহৎ লোক। তিনি অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে সাদরে সন্তাষণ করিয়া থাকেন। ইহা নানা প্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্যে পরিপূরিত এবং অপূর্ব শোভায় শোভিত। বাহারা মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহারা অপার আনন্দ ভোগ করেন। কেহ আর বাহির হইতে ইচ্ছা করেন না। বলিতে কি, তথায় ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার ভিতর প্রবেশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে, তবে আমার প্রভুর একটা আজ্ঞা এই যে, যিনি প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে এক পাত্র সুরা পান করিতে হয়”। এই কথা বলিয়া দ্বার-পাল তাঁহার সমক্ষে একপাত্র সুরা আনিয়া দিল। পথিক মহাশয় শাস্ত্রজ্ঞ, অমনি তাঁহার মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ের বচন গুলি মনে পড়িল। সুরা আগ্নের মল, আর সুরাপান মল পান বলিয়া কথিত হয়, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সুরাপান করিবেনা। (৯৪ শ্লোক) মদ্য, মাংস, সুরা এবং আসব, বক্ষ, রাঙ্গস ও পিশাচগণের খাদ্য, দেবান্নভোজী ব্রাহ্মণের এসকল ভক্ষণ করা কখনই উচিত নহে। (৯৪ শ্লোক) বাহার শরীরস্থ ব্রহ্ম একবার সুরার দ্বারা সিক্ত হয়, তাঁহার ব্রহ্মণ্য বায় এবং তিনি শূদ্র প্রাপ্ত হন (৯৮ শ্লোক)। বিজ্ঞানপূর্বক সুরাপান করিলে যে পাপ হয়, তাহা কালনার্থ, তাঁহাকে অগ্নি বর্ণ জলন্ত সুরা, অগ্নি বর্ণ জলন্ত গোমূত্র, জল, দুগ্ধ, স্নাত ও গোময় জল ততক্ষণ পান করিতে হইবে, যতক্ষণ না তাঁহার মৃত্যু হয়। (৯১ ও ৯২ শ্লোক) পরে এই সকল শাস্ত্রীয় আদেশ আলোচনা করিতে করিতে বিষমমনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু, তাঁহার এই অপূর্ব প্রাসাদ-দর্শন-লালসা গুলনা! তিনি পূর্ব দিকের ভোরণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন একজন ঋক-ধারী বিকটাকার যবন ছুরিকার দ্বারা গোল্লাংস ছেদন করিতেছে। এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে সেই যবন তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং তাঁহার কুশল বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন। পথিক মহাশয় প্রাসাদের অভ্যন্তরে বাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সেই যবন বলিল, আপনার স্থায় মহামুভবদিগের দর্শনও সন্তোষজনক এই প্রাসাদটি নির্মিত হইয়াছে, আপনি অনায়াসে ইহার ভিতর

যাইতে পারেন। কিন্তু আমার প্রভুর আদেশ আছে যে, অতিথির সংকার গ্রহণ
 করিয়া তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। এই বলিয়া সে, ব্রাহ্মণ-যুবকের
 সমক্ষে এক পাত্র গোমাংস রাখিয়া দিল। উহা দেখিবামাত্র মাত্র ব্রাহ্মণ-যুবক
 শিহরিয়া উঠিলেন এবং হস্তের দ্বারা নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করি-
 লেন। পথিক মহাশয় বিষয়ভাবে যাইতে যাইতে প্রাসাদের উত্তর ভোরণে
 গিয়া উপনীত হইলেন। ইতিপূর্বে একটা ভীষণ দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছিল
 এখন তাহার বিপরীত ভাব দেখিয়া পুলকিত হইলেন। দেখিলেন, এক লাবণ্য-
 বতী যুবতী স্ত্রী সেই ভোরণরক্ষা করিতেছে। যুবক ব্রাহ্মণের মন ধর্মপ্রাণ
 ছিল, তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে এই সংসারে দুঃখ ও সুখ, এবং
 নিরাশা ও আশা বিজড়িত থাকে। কত দুঃখের কশাঘাত সহ করিয়াছি, এবং
 কতবার বিকল মনোরথ হইয়াছি। আবার যখন ঘোর দুঃখে পড়িয়া যুহমান
 হইয়াছি, কোথা হইতে সুখ আসিয়া আমাকে উৎক্লেশ করিয়াছে, ভয়ানক
 হইবার পর মনোমধ্যে আশার সঞ্চার হইয়াছে। এই বিশ্ব ভীষণ ও কোমল বস্তুতে
 বিজড়িত। নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া বিশ্বদেবের কত ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ভীত
 হইলাম, আবার কত মনোহর মূর্তি আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে মোহিত
 ও পুলকিত করিল। এই প্রাসাদটাই আমাকে কত দৃশ্য দেখাইল, আমার মনে
 কত বিভিন্ন ভাবের সঞ্চার করিয়া দিল। ইতিপূর্বে বিকটাকার এক ধ্বনকে
 দেখিলাম, আবার এখন এক মনোহর রূপ আমার নয়নগোচর হইল। মনো-
 মধ্যে অবশ্রকার আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে সেই রমণী তাঁহাকে
 আহ্বান করিয়া মৃদু স্বরে বলিল, “মহাশয়! এ প্রাসাদের দ্বার অব্যবহৃত, আপনি
 ইচ্ছা করিলে ইহার ভিতর যাইতে পারেন, আমি স্বয়ং আপনাকে সঙ্গে করিয়া
 লইয়া গিয়া ইহার অভ্যন্তরের দৃশ্যগুলি দেখাইব। এমন ইয়োগ আপনি পরি-
 ত্যাগ করিবেন না। এই কথা শুনিয়া যুবক ব্রাহ্মণের মন আশার উৎক্লেশ হইল,
 তাঁহার আশা যে পূর্ণ হইবে তৎপক্ষে অল্প তাঁহার মনে সন্দেহ রহিল না। তিনি
 প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং সেই রমণীকে
 ধস্তাবাক্ত দিলেন। তখন সেই রমণী তাঁহাকে সতর্কতায় করিয়া বলিল, কিন্তু
 মহাশয় আমার প্রভুর আদেশ এই যে, আমাকে চিরসংসারী না করিলে কেহ এ
 প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া পথিক মহাশয়

স্বপ্নাহত হইলেন, এবং এক্ষণে অজ্ঞার কার্য তাঁহা হইতে পারে না বলিয়া ভাষা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু, তিন বার বিকলমনোরথ হইলেও তাহার সেই প্রাণীভের উত্তর দিক দেখিবার আশা নিবৃত্তি পাইল না। তিনি চতুর্থ ভোরণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন, উত্তম পরিচ্ছদ-ধারী একজন সুন্দর পুরুষ একখানি সুশানিত তরবারি গইরা হারমেশে বসিয়া আছে। ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র সে গীত্রোচ্চারণ করিয়া, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল, এবং প্রাণীদের ভিতর বাইবার জন্ত তাঁহার ইচ্ছা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণ-যুবক বলিলেন যে, তিনি সেই প্রাসাদ সম্বন্ধে এত প্রশংসা শুনিরাছেন যে, উহা দেখিবার জন্ত তিনি অতিশয় উৎসুক হইরাছেন। বিশেষতঃ তাহার বাহিরের শোভা অপেক্ষা ভিতরের শোভা শতগুণে উৎকৃষ্ট। দায়রক্ষক বলিল, হাঁ মহাশয়! আপনি যাহা শুনিরাছেন উহা সকলই সত্য, আর তাহার ভিতরে বাইবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা নাই। একটা মাত্র গৃহস্থায়ীর আজ্ঞা আপনাকে পালন করিতে হইবে—এই তরবারি খানির দ্বারা আমার মন্তক ছেদন করিয়া ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া যুবক ব্রাহ্মণ নিহরিয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। এখন যে তিনি কি করিবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন। এক দিকে প্রাসাদ দর্শন-লিপ্সা তাঁহাকে বিচলিত করিল, আর এক দিকে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে তিনি মনোমধ্যে বিচার করিতে লাগিলেন যে, প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, সুরাপান, গোমাংস ভক্ষণ, পরজীৱগমন এবং নরহত্যা এই চারিটী পাপের মধ্যে একটা পাপ কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু, এই চারিটীর মধ্যে, প্রথমটী সর্বাশ্চেষ্টা লব্ধ বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য, আমাদের শাস্ত্রে সুরাপান একটা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইরাছে, এবং ইতিপূর্বে, আমি নিকোমহৎসাহিত্যের কয়েকটী অনুল্কার বিবর আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এখন আমার বোধ হইতেছে যে, অল্প পরিমাণে সুরা সেবন করিলে কোন ক্ষতি নাই। কারণ, উক্ত সাহিত্যের একাদশ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে এইরূপ কথা হইরাছে যে, ব্রাহ্মণ সুরাপানে মত্ত হইয়া অস্ত্রটি হানে পড়িতে পারে, গোপনীর বেদবাক্য প্রকাশ্য করিয়া কেলিতে পারে, এবং অজ্ঞান্য অপকর্ম্ম করিতে পারে, এই নিষিদ্ধ ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান কোন ক্ষতি

উদ্ভিত নহে। অতিরিক্ত সুরাপান করিলেই ব্রাহ্মণ্যভূক এ প্রকার কনিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু অল্প পরিমাণে পান করিলে এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার, শক্তি-উপাসকগণ সাধনার সময় অল্প পরিমাণে সুরাসেবন করিয়া থাকেন। এতদ্বিধি, চিকিৎসকগণ রোগীর জট সুরাপানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ-যুবক অগত্যা সুরাপান করিবার অভিলাষ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ-তোরণে গিয়া দ্বারপালের নিকট নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দ্বারপাল আনন্দের সহিত তাঁহাকে প্রকপাত্ত সুরা প্রদান করিল। তিনি তাহা পান করিলেন। ইহা হইতে যে আনন্দ হইল, সেই আনন্দে উৎসুক হইয়া তিনি আরও অধিক সুরা সেবন করিলেন। পরে প্রাসাদের ভিত্তর গিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সুরার প্রভাব প্রকাশ পাইল, তিনি মত্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে জ্ঞানশূন্য হইয়া, তিনি আর তিনটী ঘরে উপস্থিত হইয়া, যথাক্রমে, গোমাংস ভক্ষণ পর-স্রীগমন এবং নরহত্যা করিলেন। এইরূপে বিপরীত-ভাবে তাঁহার চতুর্বর্গ লাভ হইল।

এই আখ্যায়িকাটা হইতে আমাদের শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। - লোভের বশীভূত হইয়া লোকে না করিতে পারে এমন অপকর্ম নাই। মর্হাভারতের উদ্যোগপর্বে আছে :—লোভঃ প্রজ্ঞানমাহন্তি প্রজ্ঞা হন্তি হতা হিরন্ম। হী-কর্তা বাধতে ধর্মঃ ধর্মো হন্তি হন্তঃ শ্রিয়ঃ॥ অর্থাৎ লোভ প্রজ্ঞাকে নাশ করে, প্রজ্ঞার নাশে লজ্জা থাকে না, লজ্জা গেলে ধর্ম নাশ হয় এবং ধর্ম নাশ হইলে মনুষ্য শ্রীভ্রষ্ট হয়। লোভ ব্রাহ্মণ যুবককে এপ্রকার অভিভূত করিল যে, যে সুরার স্পর্শ করিলে বা ভ্রাণ লইলে তিনি পাপ বিবেচনা করিতেন, সেই সুরা তিনি অনারাসে পান করিলেন। এই সুরা তাঁহার বুদ্ধি নাশ করিল এবং বুদ্ধি নাশ হওয়াতে তাঁহা-কর্তৃক উল্লিখিত ঘোরতর দুষ্টকর্ম সম্পাদিত হইল। তিনি ভাবিলেন না যে, কত ধীমান্ ব্যক্তি অল্প মাত্রায় সুরা সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া শেষে মাতাল হইয়া নিজের পরিজন-গুণের এবং সুমাজের মঙ্গল অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। দৈত্য-গুরু ওজাচর্য্য মহাজানী হইরাও এই সুরার প্রভাবে উন্মত্ত হইয়া নিজের প্রিয় শিব কচের মাংস ভোজন করিয়াছিলেন। তিনি পরিলক্ষ্যে ইহার অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া, এই নিষেধ-বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন :—
“যে ব্রাহ্মণোহস্যপ্রভৃতীহ কণ্ঠিগোহাৎ সুরাং পান্যতি নববুদ্ধিঃ। অগত-

পরা ব্রহ্মা চৈব স স্যামিন লোকে গহিতঃ স্যাৎ পরে চ" ॥ অর্থাৎ যে মূঢ়মতি
ব্রাহ্মণ অম্মাবশি অজ্ঞানবশতঃ সুরাপান করিবে সে অধার্মিক ও ব্রহ্মহত্যা হইয়া
ইহকালেও পরকালে দগ্ধিত ও নিম্নিত হইবে । কিন্তু, তাহা হইলে কি হয় ?
লোভ-পরভর ব্যক্তির কি বুদ্ধি হির থাকে ? সে পাপের অনিষ্ট-কারিতা
বুঝে না । সে নিজ কুবুদ্ধিতে অপকর্ষকে সংকর্ষ রূপে ভাবিয়া থাকে ।
উক্ত ব্রাহ্মণ-দুৰ্ব্বক তাহাই কেরিয়াছিলেন । মনীষী উপদেষ্টা যথার্থই বলিয়া-
ছিলেন :—“মনো যস্যোজ্জ্বলস্যেহ বিষয়ান্, বাতি সেবিতুম্ । তস্যোৎসুক্য
সম্ভবতি প্রবৃত্তিশোপজায়তে” ॥ (মহাভারত বনপর্ব) অর্থাৎ, যখন কোন
ব্যক্তির মন উজ্জ্বলবিষয়ভোগে প্রধাবিত হয়, তখন তাহার উৎসুক্য প্রবল
হওয়াতে প্রবৃত্তি জন্মে । এই নিমিত্ত, প্রাচীন কালে, বাহাতে ছাত্রগণ
লম্বাচার-লম্পন হয় এবং মিতাচার অভ্যাস করে তৎপক্ষে আচার্যগণ যত্নবান
থাকিতেন ।

অন্তের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

মাতৃবৎ পরদাস্ত্র্যু পরদ্রব্যোবু লোষ্ট্রবৎ ।

আত্মবৎ সৰ্বভূতেষু যঃ পশ্যাতি স পণ্ডিতঃ ॥ চাপক্য ।

অর্থাৎ, যিনি পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায়, পশুর দ্রব্যকে লোষ্ট্রের ন্যায় এবং
সকল প্রাণীকে আপনায় ন্যায় দেখেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত ।

অতিবাদান্তিতিক্ষেত ন্যুবমন্তেত ককন ।

ন চেমং দেহমাপ্রিত্য বৈরং কুর্সীত কেনচিৎ ॥ মহু ।

অর্থাৎ, পরের নিন্দাবাদ সকল সহ করিবে, কোন ব্যক্তির অবমাননা
করিবে না । এই মানব দেহ ধারণ করিয়া, কাহারও সহিত শত্রুতা
করিবে না ।

শত্রুঃ মিত্রক য়ে নিত্যং তুল্যেন মনসা নরঃ ।

ভক্তস্তি যৈত্র্যা সদম্য তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥

মহাভারত-অনুশাসনপর্ব ।

অর্থাৎ, ষাঁড়ারা শত্রু ও মিত্রকে সমতাবে দেখেন ও সকলের সহিত সমান করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হরেন।

শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা ঔবোরপি।

সর্বথা সর্ববস্ত্রেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বলয়ে ॥

মহাভারত-বিরটিপর্ব।

অর্থাৎ, শত্রুর ও গুণ ব্যাখ্যা করিবে, গুণহীনও দোষ বলা আবশ্যক হইলে, বলিবে। সর্ব প্রবস্ত্রে পুত্র ও শিষ্যকে হিত কথা বলিবে।

সত্যং ক্রমাৎ প্রিয়ং ক্রমাৎ ন ক্রমাৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ক্রমাদেব ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥ মনু।

অর্থাৎ, যে কথা সত্য এবং প্রিয় তাহাই কহিব, অপ্রিয় সত্য কহিবে না। প্রিয় হইলেও মিথ্যা কথা বলিবে না। ইহাই সনাতন ধর্ম্য।

পূর্বোপকারী বস্তেসাদপরাধে ক্ষীয়সি।

উপকাৰেণ তত্তস্য কৃত্যব্যমপবাধিনঃ ॥

মহাভারত-বনপর্ব।

অর্থাৎ, তোমার পূর্বকাল উপকারী ব্যক্তি যদিও কোন গুরুতর অপরাধ করে, তথাপি তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহান উপকার করিবে।

ক্ষমা-বশীকৃতিলোকে ক্ষময়া কিং ন সাধাতে।

ক্ষমাংগোহীশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা ॥ (ঐ)

অর্থাৎ, ক্ষমার দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমার দ্বারা কোন কার্য না সিদ্ধ হয়? ক্ষমা শক্তিহীন ব্যক্তির গুণ এবং শক্তিশালী ব্যক্তির ভূষণ।

যোক্তব্যং সন্তমাত্মানমনাথা সংস্তু ভাষতে।

ন পাপকণ্ডমো লোকে স্তেন আত্মপদ্মারকঃ ॥ মনু।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া সাধু লোকেও কাছ আশীনাৎ

ভাবে বর্ণন করে সে ব্যক্তি সৰ্বাপেক্ষা পাপী। তাহাকে আত্মাপহারী চোর বলা যায়।

অন্তের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

দেবমার্গস্য শরনং হিতশ্রাস্তস্য চাসনম্।

ভূমিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্ ॥

মহাভারত-বনপর্ব।

অর্থাৎ, গৃহী ব্যক্তি আত্মকে শ্রদ্ধা, শ্রাস্তকে আসন, তৃণাতুরকে জল এবং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে খাদ্য প্রদান করিবে।

অতিথীনাঞ্চ সৰ্ব্বেষাং প্রেযাগাং স্বজনস্য চ।

সামান্যং ভোজনং ভূতৈঃ পুরুষস্য প্রশস্যতে ॥

মহাভারত-শান্তিপর্ব।

অর্থাৎ, অতিথি, স্বজন ও ভৃত্যগণের সঙ্গিত সমান খাদ্য ভোজন করা পুরুষেরূপে প্রশংসনীয়।

অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ ॥

মহাভারত-অনুশাসন পর্ব।

অর্থাৎ অহিংসাই পরম ধর্ম, অহিংসা পরম দান, অহিংসা পরম দান এবং অহিংসাই পরম তপস্বী।

অথবা: সর্বভূতানামাত্মদায়ীকৃজঃ স্তুতী।

ভবত্যাভিস্করন্ মাংসং দদ্যাবান্ প্রাণিনামিহ ॥ (ঐ)

অর্থাৎ যিনি প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্, মাংস ভোজনে বিরত, তিনি রোগশূল ও দীর্ঘায়ু করেন, এবং সর্বভূতের অনুভূতবনীর হইয়া পরম সুখ লাভ করেন।

(১) স্তম = কুর্কর্ম হইতে মনের নিবৃত্তি।

পর উপকল্প সাধন 'স্বর্গকে' শাস্ত্রে 'ভূরি ভূরি উপদেশ' আছে। অতিথি-

সংস্কার, পুথিকের ক্রেশ নিবারণ জীবে করা এবং সাধারণ হিতকর কার্য পরোপকারের অন্তর্গত।

প্রাচীন কালের লোকে বুঝিতেন যে, নুতন স্থানে আগিয়া অজ্ঞাপিত ব্যক্তিকে সমধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই জন্য প্রত্যেক সম্পন্ন-গৃহস্থ এক একটা অতিথি-শালা নির্মাণ করিয়া তাহাতে স্থান, আহার ও শরনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। বাহারা সামান্য গৃহস্থ, তাহারা নিজ নিজ বাড়িতে অতিথি-সংস্কার করিতেন। এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ এই :—

অপ্রণোদ্যোহতিথিঃ সারং সূর্য্যাতো গৃহমেধিনা।

কালে প্রাপ্তকালে বা নাস্যানশ্চ ন গৃহে বসেৎ ॥

মহু সং ৩১০৫

অর্থাৎ, সূর্য্য অন্তর্গত হইবার পরও কোন গৃহস্থ অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। তিনি যথাসময়ে আসুন বা অসময়ে আসুন কোন গৃহী তাহাকে অনাহারে রাখিবেন না।

বালোবা যদিবা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহস্থাগতঃ।

তস্য পূজা বিধাতব্য সর্ব্বজ্ঞাত্যাগতো গুরুঃ ॥

হিতোপদেশ।

অর্থাৎ, বালক হউন, বৃদ্ধ হউন অথবা যুবা হউন, গৃহে আগত ব্যক্তিমান্নই পূজ্য হইবেন, যেহেতু সকল অভ্যাগত ব্যক্তিই গুরু-তুল্য।

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোহপি গৃহমাগতঃ।

পূজনীয়ো যথাযোগ্য সর্ব্বদেবমরোহতিথিঃ। ঐ.

অর্থাৎ, উত্তম বর্ণের গৃহে যদি নীচ ব্যক্তি সমাগত হয়, তথাপি সে যথা-যোগ্য পূজার উপযুক্ত হয়, যে হেতু, অতিথি সর্ব্বদেবমর।

অরীষপ্যুচিৎ কার্য্যমাতিথ্যাং গৃহমাগতে।

ছেতুঃ পার্শ্বগতীচ্ছায়াং নোপসংহরতে ক্রমঃ ॥

মহাত্মক-আদিপর্ব্ব

অর্থাৎ, লক্ষ ও যদি গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সংকার করা উচিত। বৃক্ষ, ছেদন কর্ত্তাকে ও ছায়া প্রদান করিয়া থাকে।

‘নৈকং দ্বয়ং তদঙ্গীরাতিথিং যঃ ভোজয়েৎ ।

ধৃত্যঃ যশস্যামাবুধ্যাং স্বর্গ্যাকাতিথিপূজনম্ ॥

মহু সং ৩১০৬

অর্থাৎ, গৃহস্থ অতিথিকে কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য না দিয়া আপনি ভোজন করিয়েন না। অতিথি এসন্ন হইলে, গৃহী ধন, যশ আয়ুঃ ও স্বর্গ লাভ করেন।

অতিথির্বস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে ।

স তস্মৈ হুক্ততঃ দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥

অর্থাৎ, যদ্যপি কোন অতিথি নিরাশ হইয়া গৃহস্থের বাটী হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তাহা হইলে সে তাহার নিজের হুক্তত গৃহীকে দিয়া গৃহীর পুণ্য লইয়া গমন করেন।

যে গৃহস্থ অতিথীন, এমন কি নিজে ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করে, তাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ এইঃ—

ভূগানি ভূমিক্রমকং বাক্ চতুর্ণী চ স্নুত্বা ।

এতান্যপি সত্যং গেহে নোচ্ছিন্যস্তে কদাচন ॥

মহু সং ৩১০১

অর্থাৎ সাধু ব্যক্তির গৃহে, ভূগ, ভূমি, জল, এবং মিষ্ট বাক্যের অভাব কখনই হয় না। অতিথি-দেবা সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে :—

‘একক্স একজন অতিথি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীতে ব্রাহ্মণের এবং তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের উপযুক্ত ছাত্তু ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ব্রাহ্মণ তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে প্রদান করিলেন, কিন্তু ইহাতে অতিথির ক্ষমিভুক্তি না হওয়াতে গৃহস্থ অতিথির হুঃখিত হইলেন। তাঁহার ইদৃশ ভাব যুক্তিতে পারিয়া গৃহিণী বলিলেন :—

কিং বিষমোহঁসি ধর্ম্মজ্ঞ বিদ্যমানেষু সন্তুস্ ।

ভূত্বাধর্ম্মতিথেয়স্য মন্ডাগোহপি প্রদীয়তাং ॥

হে ধর্মজ্ঞ ! গৃহে সন্তু থাকিতে আগনি কেন কিয় হইতেছেন ? অতিথির
ভূতির জন্য আমার ভাগ ও ঠাহাকে প্রদান করুন । •

পথিমধ্যে সাধারণ পথিক, বিশেষতঃ তীর্থ-যাত্রীগণ, সম্বন্ধিক ক্লেশ পাইয়া
থাকেন, ইহা হ্রদয়ঙ্গম করিয়া, শাস্ত্রকারগণ নিম্ন-লিখিত উপদেশ প্রদান
করিয়াছেন :—

জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি ।

সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥

মহানির্দোষভূজ, ৮ম উত্তরাস ৬৩।

অর্থাৎ যিনি পথেতে, জলাশয়, বৃক্ষ, বিশ্রামগৃহ ও সেতু প্রতিষ্ঠা করেন,
তিনি জিতুবন জয় করেন ।

জীবের প্রতি দয়ার কার্য অনেক-প্রকার । নীরিত্রকে সাহায্যার্থ ধন দান,
রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান, এবং প্রাণি-মাত্রেয় প্রতি
সদয় ব্যবহার ও অভয়-দান করা কর্তব্য । আমাদের মধ্যে দানি করিবার
যে নিয়ম আছে, তৎসহকে কত লোক কত কথা কহিয়া থাকেন । তন্মধ্যে
একটা অভিযোগ এই যে, আমরা পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করি না ।
কিন্তু, আমরা যে সকল মহাপুরুষের উপদেশ অহুসারে কার্য করিয়া থাকি,
ঠাহাদের মনের ভাব অত্যন্ত উদার ছিল । ঠাহারা বলেন, প্রার্থীকে
যৎকিঞ্চিৎও দান করা উচিত । কারণ, 'অন্যক ব্যক্তি দান করিয়া থাকেন,
ইহা জানিতে পারিলে, যথার্থ দয়ার পাত্র উপস্থিত হইতে পারে । মনু সংহিতার
আছে : •

যৎকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাচিতে নাল্লস্বয়া ।

উৎপৎস্যতে হি তৎ পাত্রং যজ্ঞারতি সর্বত : ॥ মনু ৫।২২৮

অর্থাৎ, প্রার্থী ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ না করিয়া তাহাকে যৎকিঞ্চিৎও দান
করিবে । একরূপ করিলে, দাতার নিকট দানের এমন পাত্র উপস্থিত হইতে পারে
যে তাহাকে দান করিলে দাতার উদ্ধারের সম্ভাবনা । •

আমাদের বর্তমান সমাজের নিয়ম এই যে, প্রার্থীগণ আমাদের গৃহে আসিয়া

উপস্থিত হইলে, অথবা চকান নগরের পথে কিংবা তীর্থস্থানে নিজের অভাব জানাইলে, *আমরা তাঁহাদিগকে দান করিয়া থাকি। কিন্তু, আমাদের শাস্ত্রের মতে এ প্রকার দান নিরুপে দান। দান সম্বন্ধে পরামর্শ বলেন :—

অভিগম্যোত্তমং দানমাহুতকৈব মধ্যম্।

অধমং বাচমানং স্যাৎ সেবাদানক নিষ্কলম্ ॥ প, স, ১১২৮

অর্থাৎ, গৃহীতার নিকট গমন করিয়া যে দান করা হয় তাহা উত্তম দান। গৃহীতাকে আহ্বান করিয়া যে দান করা হয় তাহা মধ্যম দান, বাচিতকে যে দান করা হয় তাহা অধম দান, আর সেবা করিলে যে দান করা হয় তাহা নিষ্কল।

এই উপদেশ অনুসারে কার্য করিলে, গ্রামবাসীদের মধ্যে বাঁহারা বথার্থ দীন, তাঁহাদের অবস্থা অরণ্য হইতে জানিয়া তাঁহাদিগকে দান করিয়া তৃপ্তি লাভ করা যায়। কিন্তু যে সকল প্রার্থী দূর হইতে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্রম প্রকৃত পক্ষে দানের পাত্র, কে বা নহে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই জন্য, কাহাকেও নিরাশ করা উচিত নহে। মিষ্ট বাক্যে স্বল্পমাত্র ও দেওয়া উচিত। তবে, যে স্থলে জানিতে পারা যায় যে কোন ব্যক্তি বাচঞ করিলেও, প্রকৃত পক্ষে দীন নহে, তাহাকে দান করা উচিত নহে। ভগবান বলিতেছেন :—

দরিদ্রান্ ভর কোত্তর ! মা প্রচক্ষেধরে ধনম্।

ব্যধিতস্যৌষধঃ পথ্যঃ নীর্কজস্য কিমৌষধৈঃ ॥ (ভগবদ্গীতা)

অর্থাৎ, হে কোত্তর ! দরিদ্র ব্যক্তিগণকে প্রীতিপালন কর, ধনীকে ধন দান করিলে কোন ফল নাই। রোগী ব্যক্তিরই ঔষধের প্রয়োজন। অরোগীর তাহাতে প্রয়োজন কি ?

বিজ্ঞাদানকে শাস্ত্রকারগণ অতি উচ্চহান প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বিজ্ঞার মহিমা, এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

বিজ্ঞা নাম কুরুপুরুষমধিকং বিজ্ঞাতি ওপাং ধনম্,
বিজ্ঞা সাধুকৌ জনপ্রিয়করী বিজ্ঞা গুরুণাং গুহাঃ ।

বিভা বন্ধুজনান্ধিনাশনকরী বিভা পরম দেবতা,
বিভা রাজসু পূজিতা চ ধনিনাং বিভা-বিহীনঃ পতঃ ॥

গরুড়পুরাণ। ১। ১০৫

অর্থাৎ, বিভা কুরূপ ব্যক্তিগণের সমধিক রূপ, ইহা অতীব গুপ্ত ধন, ইহা অসাধুকে সাধু করে এবং সকলকে প্রিয় করে, ইহা গুরুর গুরু। ইহা বন্ধুজনের হৃৎকম্প দূর করে, ইহা পরম দেবতা-স্বরূপ, ইহা রাজা ও ধনীর পূজিতা, কিন্তু বিভা-বিহীন ব্যক্তি পশুতুল্য।

বিভা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাং ।

পাত্রহাকনমানোতি ধনান্ধর্ষস্ততঃ সুখম্ ॥

হিতোপদেশ ।

অর্থাৎ, বিভা বিনয় দান করে, বিনয় হইতে স্নেহাতালাভ হয়, যোগ্যতা হইতে ধন পাওয়া যায়, ধন হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতে সুখ লাভ হয়।

গৃহে চাভ্যস্তরে দ্রব্যং লগ্নকৈব তু দৃষ্টতে ।

অশেষং হবলীয়ঞ্চ বিভা ন ত্রিষ্মতে পঠৈঃ ॥

গরুড়পুরাণ। ১। ১১৫

অর্থাৎ, গৃহের ভিতরে যে সকল দ্রব্য থাকে, তাহা চোরে অনায়াসে অপহরণ করিতে পারে, কিন্তু বিভাকরূপ ধনকে, কেহই অপহরণ করিতে পারে না। শাস্ত্রকাবগণ বিধান ব্যক্তির ইত্যাকার প্রশংসা করিয়াছেন :—

একেনাপি স্ববৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা ।

বনং সুবাসিতং সর্ব্বং সুপুত্রৈশ্চ কুলং যথা ॥

গরুড়পুরাণ ১। ১১৬

অর্থাৎ, যেমন বনমধ্যে একটীমাত্র সুবৃক্ষ থাকিলে, তাহার ফুলের গন্ধে সমুদয় বন সুবাসিত করে, সেই প্রকার, কুলে একটী মাত্র সুপুত্র জন্মিলে, তাহার দ্বারা সমুদয় কুল সমুজ্জ্বল হয়।

একোক্ষি গুণবান্ পুত্রো নিষ্ঠুর্গেন শতেন কিম্।

চত্বো হস্তি তমাংসোকো নচ জ্যোতিঃ সহস্রশঃ ॥

অর্থাৎ একটা মাত্র গুণবান্ পুত্র থাকে ভাল, কিন্তু একশত গুণহীন পুত্রে প্রয়োজন কি? একটা চত্ব গগনকে আলোকিত করে, কিন্তু সহস্র তারা তাহা করিতে সক্ষম নহে।

বিদ্যাদান সৰ্ব্বদে একপ উক্তি আছে :—

কিঞ্চান্নমতি সন্নিহা দীৰ্যমানাপি বর্জতে।

কুপস্থমিব পানীয়ং ভবত্যেব বহুদকম্ ॥

অর্থাৎ দানের দ্বারা সন্নিহার হ্রাস হয় না, বরং তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোন কুপ হইতে জল উঠাইয়া গইলে, সে কূপের জল বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়।

বিদ্যা দান সৰ্ব্বদে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন কালে, ছাত্রগণ গুরু গৃহে বাস করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। উপবীত ধারণ করিবার পর, বিজগৎ ৯ বৎসর হইতে ৩৬ বৎসর পর্যন্ত গুরুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। গুরু তাঁহাদের পিতার স্থান এবং গুরুপত্নী তাঁহাদের মাতার স্থান গ্রহণ করিতেন। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে যে, গুরু-গৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্বে, শিষ্যকে কিঞ্চিৎমাত্র ধন ও গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দিতে হইবে না। তবে, পাঠ শেষ হইলে পর, যথাশক্তি গুরুদক্ষিণা প্রদান করা কর্তব্য। বর্তমান সময়ে, চতুর্শাঠীর অধ্যাপক মহাশয়গণও ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন। কোন কোন অধ্যাপক ছাত্রদের সমুদায় ভার গ্রহণ করেন। শিষ্যগণ কেবল যে বিদ্যালভ করেন তাহা নহে, তাঁহারা স্বেচ্ছায় এবং ধর্মশীল হইয়েন।

প্রাণিগণকে অভয়দান সৰ্ব্বদে শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো বাসনৈচাপ্যমুগ্রহঃ।

মহাভারত-অনুশাসনপর্ব।

অর্থাৎ, প্রাণিগণকে অভয়দান করা এবং লোককে বিপদ হইতে রক্ষা করা সকলের কর্তব্য।

শরণাঃ সৰ্বভূতানাং বিশ্বাণ্যঃ সৰ্বলভুঃ ।

অনুভবেগকরো লোকে নচাপ্যুচ্ছিজতে সদা ॥

মহাত্মবৃত্ত-অনুশাসনপৰ্ব ।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কাহারও হিংসা করে না, সে সৰ্বভূতের শরণ্য ও বিশ্বাস ভাজন হয়, এবং শান্তিদায়ক হইয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন করে ।

এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যেখানকার লোক মাংসভোজী নহে, সেখানকার প্রাণি-গণ নির্ভয়ে অবস্থিতি করে । বহুকাল পূর্বে, আমরা হরিদ্বারে গিয়াছিলাম । তথায় দেখি এক খানি প্রস্তরফলকে এই বোষণাটী রহিয়াছে যে, এখানে জীব-হিংসা নিষেধ । পরে, গঙ্গায় অবতরণ করিয়া দেখি, দলে দলে মৃৎস্যাগণ খেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা বাত্রিগণের দেহ স্পর্শ করিতেছে, এবং বাত্রিগণ যে পাণ্ড দিতেছে তাহা খাইতেছে । তাহাদের প্রাণে কোন ভয় নাই । ভয় থাকিবেই বা কেন ? তাহারা ত জানে না যে মনুষ্য তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে । তাহারা এখানে মনুষ্যকে, তাহাদের আশ্রয়দাতার জ্ঞান করে । সুতরাং তাহাদের কোন ভয়ের কারণ নাই ।

সাধারণ হিতকর কার্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

তড়াগং স্কৃত্তং দেশে ক্ষেত্রমেকং মহাপ্রয়ম্ ।

চতুর্বিধানাং ভূতানাং তড়াগমুপলক্ষয়েৎ ।

তড়াগানিচ সর্বাণি দিশস্তি শ্রিয়মুত্তমাম্ ।

মহাত্মবৃত্ত-অনুশাসনপৰ্ব ।

অর্থাৎ, জলাশয় একটি পুণ্য ক্ষেত্র-স্বরূপ, প্রাণিগণ ইহা হইতে জলপান করতঃ জীবন রক্ষা করে । যিনি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন, নিশ্চয়ই, তাহার কীর্ত্তি হয় ।

তস্মাত্তড়াগে তদৃক্ষা রেখ্য্যাঃ শ্রেয়োহুর্ধ্বিনা সদা ।

পুত্রবৎ পরিপাল্যান্ত পুত্রান্তে ধর্ম্মতঃ স্মৃতাঃ ॥

মহাত্মবৃত্ত-অনুশাসনপৰ্ব ।

অর্থাৎ, জলাশয়-তীরে বৃক্ষ সমুদ্ভূতি রোপণ করিয়া, তাহাদিগকে পুত্রের

জ্ঞান প্রতিপালন করা, শ্রেয়োগোষ্ঠার্থী কর্তব্য। তাহার ধর্ম অনুসারে যোগ-কর্তার পুত্র-স্বরূপ।

পরের উপকার সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যে কত উপদেশ আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পরের জন্ত জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করিতে শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন। বথা:—

ধনানি জীবিতকৈব পরার্থে প্রোক্ত উৎসৃজেৎ। হিতোপদেশ।

অর্থাৎ, প্রোক্ত ব্যক্তি পরের জন্ত ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করিবেন।

বর্তমান সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, অনেকে সঙ্গতি থাকিতেও ধন-কীন কুটুমকে ভরণপোষণ করেন না। কিন্তু দেখুন, শাস্ত্রকারগণ ক'হাদিগকে পোষা-মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন :—

জ্ঞাতিবজ্জানঃ ক্লীণঃ তথাহনাথঃ সমাপ্রিতঃ।

অন্তেষ্যপাথনযুক্তিশ্চ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥

দক্ষসংহিতা ৩।৩০।

অর্থাৎ, জ্ঞাতিবর্গ, আত্মীয় ব্যক্তি, রোগাদি দ্বারা ক্লীণ, প্রতিপালক-শূন্য ব্যক্তিগণ, আশ্রিতগণ, নির্ধন ব্যক্তিগণ, পোষ্যমধ্যে গণ্য।

আবার দেখুন :—অয়ং বন্ধুবয়ংনেতি গণনা ক্ষুদ্রেচেষ্টসাম্।

উদারচরিতানাস্ত বন্ধুধৈব কুটুমকম্ ॥

(যোগবাসিষ্ঠ-রামায়ণ, উপ. প্রকরণ)

অর্থাৎ, ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিরাই ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন একপু গণনা করে। কিন্তু, উদারচরিত ব্যক্তি নিকট পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকই নিজ পরিবার তুল্য।

স্বার্থত্যাগ বিষয়ক একটা পৌরাণিক কথা এখানে সন্নিবেশিত করা গেল। মিথিলার জনকবংশে বিপশিৎ নামে একজন ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহাতে একটা মাত্র পাপ স্পর্শিয়াছিল। পীষরী ও স্নেহোভনা দ্বারা তাঁহার চই জী ছিল। স্নেহোভনা রূপে এবং স্নেহে যথার্থই স্নেহোভনা ছিলেন। রাজার তাঁহার ঐতি অধিক অনুরাগ ছিল, পীষরীর প্রতি তাদৃশ প্রীতি ছিল না। এই জন্তই তিনি পাপদ্বারা চইয়াছিলেন। 'স্বভাব' এর তিনি স্বর্গের বিমানে আরোহণ

করতঃ গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে, উল্লিখিত পাপেরদ্বারা তাঁহার নরক-
দর্শন হইল। কণকাল পরেই যমদূতগণ তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার উপক্রম
করিল। এখন সময় নরকবাসিগণ বলিয়া উঠিল—মহাশয়! আর যুদ্ধকাল
অবস্থিতি করুন। আমরা নিরস্তর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করি, কণকালের ক্ষণও
আমাদের কষ্টের বিরাম নাই। এখানে সুস্থিতি নাই, মোহ নাই, মতিভ্রম
নাই। সজ্ঞানে নিরস্তর অসহনীয় ব্যতনা ভোগই, আমাদের শাস্তি। কিন্তু
আপনার আগমনে আমাদের কষ্টের লাঘব হইয়াছে। সমীরণ আপনার শরীর
হইতে সৌরভ বহন করিয়া আমাদের তাপিত দেহ শীতল করিতেছে। হে পুণ্য-
শীল! এই সুস্থলভঃ সুখ আর কণকাল আমাদেরকে প্রদান করুন। রাজা
যমদূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই নরকবাসিগণ যাহা বলিতেছে, তাহা কি
সত্য? দূতগণ বলিল হাঁ মহাশয়, আপনার আগমনে ইহারা যথার্থ সন্তোষিত
করিতেছে, এখন উহারা নিজ নিজ কর্মকল ভোগ করুক, আপনি স্বর্গে চলুন।
রাজা কহিলেন, “ভদ্রগণ! কমা কর, আমি নরকেই থাকিব, আমি স্বর্গস্থ
আকাজ্ঞা করি না। আমি নরকে থাকিলে যদি এতগুলি প্রাণী আরাম পায়,
তবে তাহা অপেক্ষা আমার নিজের সুখ কি বড়?” তখন তিনি নরকবাসীদের
সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বন্ধুগণ! তোমরা স্থির হও তোমাদিগকে পরিত্যাগ
করিয়া আমি স্বর্গে যাইব না। পরে যমদূতগণকে বলিলেন, ভদ্রগণ! স্বর্গে
কিংবা ব্রহ্মলোকেও সে সুখ নাই, যে সুখ পরের উপকারে, বিশেষের সহায়তার,
ও আত্মের পরিদ্রাণে লাভ করা যায়। যদ্যপি আমার নরক ভোগে এত গুলি
জীব সুখে থাকে, তাহা হইলে, আমি ব্রহ্মলোকের পরিবর্তে, পরমানন্দে নরক
ভোগ করিব। তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর। রাজার কথা শেব হইবামাত্র,
ধর্ম ও ইন্দ্র আগমন করিলেন। ধর্ম তাঁহাকে স্বর্গে যাইতে বলিলেন। রাজা
ইহার প্রত্যাভয়ে বলিলেন যে তিনি নরকবাসীদের ত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইবেন
না। তখন ইন্দ্র বলিলেন, তাঁহাকে স্বর্গে যাইতেই হইবে। পাপিগণ তাঁহাদের
পাপের ফল ভোগ করিবে, আর তোমার পুণ্যফলে তুমি স্বর্গে যাইবে। তখন
রাজা বলিলেন, “প্রভো দেবরাজ! প্রভো স্বর্গরাজ! যতদি আমার কিছু পুণ্য
ফল সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে আমার এবং নরকের সমুদায় জীবগণের দুঃ-
সমস্ত প্রাপ্তি হউক, আর যুগই হউক, নরকবাসিগণ সুখ হউক। যদি

আমাকে নরকে স্থান না দেন, তাহা হইলে আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন। এই করেতুটা কথা বলিয়া মাত্র রাজার মস্তকে পুষ্প বর্ষণ হইল। ইন্দ্র ও ধর্ম বলিলেন “হইরাজন। এই নরকের জীবগণ মুক্ত হইল। আর তোমার পূর্ব সঞ্চিত পুণ্য ফল অপেক্ষা আরও অধিক ফল লাভ হইল। তুমি উৎকৃষ্টতর স্থানে গমন কর। রাজা, নরকের জীবগণকে নরক হইতে মুক্তীলাভ করিতে দেখিয়া, পরমানন্দে দিব্য লোক গমন করিলেন।

এই সকল উপদেশ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের সর্কাজীন মঙ্গল সাধনই প্রাচীন ঋষিগণের উদ্দেশ্য ছিল। কি অপূর্ব বিশ্বজনীন প্রেমে উৎফুল্ল হইয়া তাহারা এবশ্চকার সার কথা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সকল কথার প্রভাবে আমাদের যতদূর পর্যন্ত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা তাহা হইয়াছিল। যে সকল জাতি সভ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, তাহারা জীব-হিংসার ভৎসন। তাহারা বিবেচনা করে যে, পশু পক্ষিগণ তাহাদের আহ্বারের জন্য বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, হিন্দুধর্ম কেমন সার্বজনিক প্রেম প্রচার করিয়াছে। ইহা কেবল শাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ নহে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা ইহার পরিচয় দিতেছি। অপর জাতীয় লোক, আহ্বারের জন্য জীবহত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেছে না। যে সকল পশু তাহাদের কার্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা বৃদ্ধ বা অক্ষম হইলে তাহাদিগকে খুলি করিয়া মারিতেছে। কিন্তু দেখুন, হিন্দুগণের কি চমৎকার ভাব! এই সকল অক্ষম জন্তুদিগের শুশ্রূষার জন্য, তাহারা স্থানে স্থানে গৃহ নির্মাণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, কোন কোন দেবপূজা উপলক্ষে পশু বলি হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেকে ইহা বুঝিয়াছেন যে, দেবতার সমক্ষে আমাদের কুপ্রবৃত্তি সর্জন বলিদানই প্রকৃত বলিদান। এবং তদনুসারে অনেকে, পূজা উপলক্ষে পশু বলির পরিবর্তে আকু ও কুমড়া বলি-স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ শাস্ত্র অনুসারে জীবহিংসা রহিত পূজাই সাদিকী পূজা।

হিন্দুগণ কত দূর পর্যন্ত আর্থ ত্যাগ করিতে পারে, একান্তভুক্ত পরিবার তাহার প্রমাণ। পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সুখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ব্যাক্তিতে অত্যন্ত পরিজন সুখে থাকে তাহাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল।

উপরে উদ্ধৃত মঙ্গলসংহিতার উপদেশ অনুসারে তাঁহার চলিতেন। এই নিমিত্ত ভক্তলোকদের কষ্ট ছিল না। কিন্তু হুঃখের কথা কি, কহিব, বর্তমান সময়ে অনেকে, হুঃখ স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে প্রতিপালন করা উচিত বিবেচনা করেন না। এই জন্য বীন ভক্তলোকদিগের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। এ সমস্যাটার প্রত্যেক সদাশয় গৃহস্থের উচিত, তাঁহার গৃহে একটা নানাদার-রাখিয়া, তাহাতে প্রত্যাহ কিছু কিছু অর্থ হাপন করেন। ইহা সামান্য হইলেও, অনেক পরিবার কর্তৃক সঞ্চিত অর্থ অল্প হইবে না। এই সঞ্চিত অর্থ প্রায়ই ধন জাতীর বা কোন হিতৈষী সত্য প্রদত্ত হইলে, তাহা নানা সংকটের ব্যয়িত হইতে পারে এবং তাহার দ্বারা অনেকের অভাব ও মোচন হইতে পারে।

সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে, পরস্পরের মধ্যে কোন কোন সময়ে বিবাদ বিসংবাদ হইয়া থাকে। কিন্তু এ ভাব যাহাতে স্থায়ী না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের সময়, বিজয়াদশমীর দিনে, আমরা নিজ নিজ মনোমালিন্য ভুলিয়া গিয়া, কেমন ভ্রাতৃত্বাবে মিলিয়া পরস্পরে ভক্তি ও স্নেহের বিনিময় করিয়া থাকি।

আবার দেখুন, শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে পৃথিবীর লোক আমাদের-পরিবার-স্বরূপ। আমরা আমাদের জীবনেও এই ভাবটা দেখাইতেছি। তপস্বী ও শ্রদ্ধা উপলক্ষে, আমরা পরলোকগত জগৎ শুদ্ধ লোকের তৃপ্তির জন্য দান ও পিণ্ড প্রদান করিতেছি। কিন্তু ইহা হুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইংরেজীতে পারদর্শী অনেক হিন্দুভ্রাতা এই সকল জাতীয়ভাব রক্ষা করিতে ছেন না। আশা করি, তাঁহার নিজের ভ্রম শীঘ্র বুদ্ধিতে পারিয়া, স্ব স্ব জীবনের শোধন করিবেন।

রাজ-ধর্ম ।

এখন আমরা রাজার প্রতি প্রকার এবং প্রকার প্রতি রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। রাজার কর্তব্য কি, তাহা বিবৃত করিবার পূর্বে, তাঁহার মহিমা ও পদগৌরব সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন তাহা দেখা বাড়িক। মঙ্গলসংহিতার আরম্ভে:—

ইজানিলমুকার্কাণাময়েচ্চ বরুণস্ত চ ।

চত্ৰবিস্তেপুয়োট্টেচর যাত্রা নিহৃত্য শাস্ত্রীঃ ॥

° যত্রাভ্যেবাং সুরেজ্ঞাণাং যাত্রাত্যো নির্দিতো নৃপঃ ।

তস্মাদভিতবন্তোব সৰ্বভূতানি তেজসা ॥

মহুসংহিতা ৭ম অধ্যায় ।

অর্থাৎ, ইজা, বার, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চত্ৰ ও কুবের, এই অষ্টদিকপালের অংশ লইয়া পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন । এই জনাই রাজা সৰ্বভূতকে তেজস্বারা অভিভূত করেন ।

বালোহপি নারমন্তব্যো মহুব্য ইতি ভূমিপঃ ।

মহতী দেবতা হেবা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ঐ ৭ম অধ্যায়, ৮ ।

অর্থাৎ, রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে । যেহেতু, তিনি মহতী দেবতাস্বরূপ নররূপে অবস্থান করিতেছেন ।

রাজো মাহাশ্মিকে স্থানে সত্তঃ শৌচং বিধীয়তে ।

প্রজানাং পরিরক্ষার্থমাসনঞ্চাভ্য কারণম্ ॥ ঐ ৫ম অধ্যায়, ৯৪ ।

অর্থাৎ, রাজা মাহাশ্মিক আসনে আসীন, অতএব তাঁহার পক্ষে সত্তঃশৌচ বিহিত । যেহেতু, প্রজাগণকে সৰ্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আসন গ্রহণ ।

রাজার আবশ্যকতা সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই :—

অরাজকে হি লোকেহস্মিন্ সৰ্ব্বতো বিক্রতে ভয়াৎ ।

রক্ষার্থমস্য সৰ্ব্বস্য রাজানমসৃজং প্রভুঃ ॥

মহুসংহিতা ৭ম অধ্যায়, ৩ ।

অর্থাৎ, পৃথিবী অরাজক হইলে প্রজাগণকে ভয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইবে, এই নিমিত্ত সকলকে রক্ষা করিবার জন্য পরমেশ্বর রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন ।

সে যে ধর্ম নিষিষ্টানাং সর্বেষামহুপূর্বকঃ ।

ধর্মীনাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোহিতিক্রিষ্টা ॥

মহু সং ৭ম অধ্যায়, ৩৫ ।

অর্থাৎ, য য ধর্মের অহুষ্ঠানে নিরত বর্ণ চতুষ্টয়, ও আশ্রম চতুষ্টয়ের রক্ষার জন্ত ভগবান্ রাজাকে সজ্ঞান করিয়াছেন ।

এবশ্রকার কার্য সকল বাহার দ্বারা সুসাদা হইবে, তাহার সুশিক্ষা লাভ অতীব আবশ্যক । তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ এই :—

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্তরীং বিজ্ঞান্ দণ্ডনীতিক শাস্ত্রীম্ ।

আদীক্ষিকীর্ণানুবিদ্যাং বার্তারজ্ঞান্চ লোকতঃ ॥ ঐ ঐ ৪৩

অর্থাৎ, ত্রিবিদ্যজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ঋক্, যজু ও সাম, তৎসজ্ঞগণের নিকট হইতে দণ্ডনীতি, বৈদাস্তিক ও দার্শনিকদিগের নিকট হইতে ব্রহ্মবিজ্ঞা ও তর্কশাস্ত্র এবং বণিক ও কৃষকদের নিকট হইতে বাণিজ্য ও কৃষি সম্বন্ধে অর্থগণের উপায়, এই সমস্ত রাজার শিক্ষা করা উচিত ।

কিন্তু, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাহাতে রাজা সচরিত্র হইবেন তৎপক্ষে প্রয়াস পাওয়া আবশ্যক । চরিত্রই রাজার প্রধান বল । এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভি-প্রায় এই :—

ইন্দ্রিয়ানাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্বিধানিশম্ ।

জিতেন্দ্রিয়ো হি শকোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ ॥ ঐ ঐ ৪৪ ।

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিবার জন্ত, রাজার বশবান্ হওয়া আবশ্যক । যেহেতু, জিতেন্দ্রিয় রাজাই কেবল প্রজাণকে নিজ বশে রাখিতে পারেন ।

সুগমাকো দিবাস্তপঃ পুরিবীদঃ জিগ্যোমর্ষঃ ।

ভৌর্যজিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ ॥ মহু সং ৯ম অ ৪৭ ।

• অর্থাৎ, সুগম, পাশক্রীড়া, দিবানিত্র, লোকনিষ্ঠা, রমণীসম্ভোগ, মনজনিত মত্ততা, মৃতা, গীত প্রভৃতি, এবং সুপাণদ্যাদি এই দশটাকে কামজ স্বপ্ন বলে ।

পৈতৃন্যং সাহিত্যং জ্যোহ জৈৰ্য্যাপ্যার্থদ্বষণম্ ।

• বাগ্‌দত্তকক স্বাক্ষর্য্যং ক্রোধজোহপি গণোহষ্টকঃ ॥ ঐ ঐ ৪৮ ।

অর্থাৎ, পিতৃনতা, হুঃসাহস, জ্যোহ, জৈৰ্য্য, অহুয়া, পরস্ব-অপহরণ, আক্রোশ এবং দত্তপাক্ষ্য (সংহার) এই আটটি ক্রোধজ ব্যসন ।

কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ ।

বিযুক্ত্যতেহর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাশ্রয়নৈব তু ॥ ঐ ঐ ৪৬ ।

অর্থাৎ, রাজা যদি কামজ ব্যসনে আসক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় ধর্ম্মার্থ হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং ক্রোধজ ব্যসনে আসক্ত হইলে, তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে ।

রাজ্যের কর্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক উপদেশ আছে, আমরা তন্মধ্যে কতকগুলি নির্দাচন করতঃ তাহা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

(১) সাধারণের প্রতি ।

তত্ত্বার্থে সর্কভূতানাং গোপ্তাবং ধর্ম্মমাত্মজম্ ।

ব্রহ্মতেজোময়ং দত্তমস্বজং পূর্ব্বমীশ্ববম্ ॥ মনু সং ৭ম অধ্যায় ১৪ ।

অর্থাৎ, রাজার হিতের নিমিত্তই ঈশ্বর পূর্ব্বকালে সকল প্রাণীর ব্রহ্মকর্ত্তা ধর্ম্মরূপ ব্রহ্মতেজোময় দত্তকে নিজের আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।

সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্কা রঞ্জয়তি প্রজাঃ ।

অসমীক্ষ্য হনীতস্ত বিনাশয়তি সর্কতঃ ॥ ঐ ঐ ১২ ।

অর্থাৎ, সেই দত্ত যদি সম্যক্রূপে বিবেচিত হইয়া প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রজাসকল সুখে থাকে, কিন্তু তাহা যদি অযথারূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সকলকে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয় ।

তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাতিবর্জতে ।

কামাত্মা বিষমঃ ক্ষত্ৰো দণ্ডে নৈব নির্দীক্যতে ॥ ঐ ঐ ১৭ ।

অর্থাৎ, যদ্যপি রাজা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া ত্রিবর্গে দণ্ডবিধান করেন, তাহা

তইলে, ধর্ম, অর্থ, ও কাম এই ত্রিবর্গেরই বৃদ্ধি হয়। আর যদি রাজা ভোগাভি-
লাষী এবং ক্রোধাদির বশীভূত হন, তাহা হইলে, তিনি অবহিত মুণ্ড দ্বারা
নিজেই নিহিত হন।

ওচিনা সত্যসঙ্কেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা ।

প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ স্নসহায়েন ধীমতা ॥ ঐ ঐ ৩১ ।

অর্থাৎ, পবিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং শাস্ত্রানুসারী নরপতি স্নসহায় সাহায্যে
যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন।

এবং বৃত্তস্য নৃপতেঃ শিলোজ্জেনাপি জীবতঃ ।

বিত্তীর্ণ্যতে বশোলোকে তৈলবিন্দুরিবাস্তসি ॥ মহু সং ৭ম অ ৩৩ ।

অর্থাৎ, যে রাজা উত্তমরূপে বাজ্য শাসন করেন। এমন কি, যজ্ঞপি
তাঁহাকে উৎসর্গিত দ্বারা ও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয় তথাপি সলিলস্থিত
তৈলবিন্দুর স্থায় তাঁহার যশঃ চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইবে।

স্যাচ্ছান্নায়পরো লোকে বর্ভেত পিতৃনৃপঃ । ঐ ঐ ৮৭ দ্বিতীয় অংশ ।

অর্থাৎ, রাজা, শাস্ত্রের স্থায় বিধান দিবেন ও প্রজাবর্গের উপর পিতৃব্যৎ
ব্যবহার করিবেন।

কল্লিরস্য পরো ধর্মঃ প্রজানামেব পালনম্ ।

নির্দিষ্টকলভোক্তা হি রাজা ধর্ম্মেণ যজ্যতে ॥

ঐ ঐ ১১১

অর্থাৎ, সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রজাপালনই কল্লিরের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। শাস্ত্রের
অনুমোদিত, কর প্রকৃতি ভোগ করিয়া রাজা এই ধর্ম্ম লাভের অধিকারী হইয়া
থাকেন।

ব্রাহ্মণেযু কমা নিবেশ্যক্রিয়ঃ ক্রোধানোহরিযুঃ ।

স্যাচ্ছান্নাভূতাবর্গেযু প্রজাসু যথা পিতা ॥ সূত্রবাক্য সং ১ম অ ৩৩ ।

অর্থাৎ, নরপতি, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্রমা, দেহভাজনের প্রতি সয়লতা, শত্রুর প্রতি ক্রোধ করিবেন এবং ভৃত্যবর্গ ও প্রজার প্রতি শিতার ভায় ব্যবহাব করিবেন ।

নচাস্য বিষয়ে ব্রাহ্মণঃ কুধার্ত্তোহবসীদেৎ ।

ন চাত্তোহপি সৎকৰ্ম্মনিরতঃ ॥ বিষ্ণু সংহিতা ৩য় অধ্যায় ৫৬ ।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ কিংবা অন্ত কোন সৎকর্ম্ম নিরত ব্যক্তি যেন রাজার অধিকার মধ্যে কুধার্ত্ত হইয়া অবসন্ন ভাবে না থাকে ।

হর্ষলের প্রতি রাজার দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক । এসম্বন্ধে, রাজা যাক্ষাতার প্রতি ব্রহ্মবেত্তা উত্তমোর উপদেশ এইঃ—“নিরত হর্ষলদিগের সাহায্য করাই তোমার অবশ্য কর্তব্য । হর্ষল ব্যক্তির, মুনিরও আশীষের কোপদৃষ্টি নিতান্ত অসহ্য । তুমি হর্ষলদিগের প্রতিপালনে পরাভূত হইয়া সবাক্ষবে তাহাদের দৃষ্টি-দহনে দক্ষ হইও না । রাজা যদি অবমানিত, আহত ও অর্ন্তব্যক্তির পবিত্রাণের উপায় না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দৈবের নিকট দণ্ডভাগী হইতে হয় ” মহাতারত, শাস্তিপর্ব্ব ।

(২) মন্ত্রিনিয়োগ ও মন্ত্রণাসম্বন্ধে ।

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শুবান্ লকুলক্ষ্যান্ কুলোদগতান্ ।

সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌবা প্রকুর্কীত পরীক্ষিতান্ ॥ মহুসংহিতা, ৭ অধ্যায় ৫৪ ।

অর্থাৎ, দেবস্পর্শ করিয়া শপথকারী, পুরুবাহুক্রমে রাজকর্ম্মচারী, বেদাদি-ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী, শূর ও যুদ্ধবিজ্ঞাবিশারদ এবং সংকুলোদ্ভব, এবশ্রকার সাত আটটা মন্ত্রী, নরপতির থাকা আবশ্যক ।

তেষাং স্বং স্বমতিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্ ।

সমস্তান্নমক কার্য্যেযু বিদধ্যাক্ষিতম্ যনুঃ ॥ ঐ ঐ ৫৭ ।

অর্থাৎ, রাজা প্রথমে নিভূতহলে, অমাত্যগণের প্রত্যেকের মত পৃথক্ পৃথক্ অবগত হইবেন । পরে, তাঁহাদের সমবেত মত গ্রহণ করিয়া নিজে যাহা হিতকর বিবেচনা করিবেন তাহাই তাঁহার অবলম্বন করা বিধেয় ।

(৩) কর নির্ধারণ ও সংগ্রহ সম্বন্ধে ।

সংবৎসরিকমাত্রৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারবৈশিষ্ট্যম্ ।

অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বৎসরান্তে, রাজার নিবৃত্ত-কর্মচারীর দ্বারা, প্রজাগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিবেন ।

যথা ফলেন যুক্তোক্ত রাজ্য কর্ত্তা চ কর্মণাম্ ।

তথাবৈশ্য নৃপোরাষ্ট্রে করয়েৎ সততং করীন্ ॥

যথামানসজ্ঞাদ্যং বর্ষ্যাকোবৎসরটপদ্যঃ ।

তথামানো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাজ্যজ্ঞানিকঃ করঃ ॥

পঞ্চাশভাগ আদেয়ো রাজ্যপশুহিরণ্যবোঃ ।

ধাত্তানামষ্টমো ভাগঃ যষ্ঠো দ্বাদশ এব বা ॥

আদদীতাথ ষড়্ ভাগঃক্রমাৎসমধুসর্পিষাম্ ।

গন্ধৌষধিবসানাক পুষ্পমূলকলস্য চ ॥

পত্রশাকতৃণানাক বৈদলস্য চ চর্মণাম্ ।

মৃন্ময়ণাক ভাণ্ডাণাং সর্বস্যাস্ত্রময়স্য চ ॥ মল্ল সং ৭ম অধ্যায় ।

অর্থাৎ, যাহাতে রাজা এবং প্রজাগণ উভয়েই স্ব স্ব কার্যে ফললাভ করিতে পারেন, এরূপ বিশেষ বিবেচনা কর্ত্তব্য কর নির্ধারণ করা রাজার কর্ত্তব্য । প্রজাগণের মূল ধনের অগুমান ও ক্ষতি না হয়, এরূপভাবে জলৌফার শোণিত পানের স্থায়, বৎসের হৃৎ পানের স্থায় এবং ভ্রমরের মধু পানের স্থায় অল্পে অল্পে প্রজাদিগের নিকট হইতে বর্ষে বর্ষে কর গ্রহণ করা নরপতির কর্ত্তব্য । স্বর্ণ, রৌপ্য, পশু, এবং রত্ন আদি ব্যবসায় লব্ধ ফলের পঞ্চাশভাগ, এবং ভূমির উর্বরতা ও কর্ষণ ব্যয়ের তারিতম্য অনুসারে ধাত্তাদি শস্যের যষ্ঠ, দ্বাদশ বা দ্বাদশ অংশ রাজার প্রাপ্য । বৃক্ষ, মাংস, দ্রব্য, মধু, ওষধি গন্ধদ্রব্য, বৃক্ষনির্বাস, ফল, মূল, এবং পুষ্প—এই সকল দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় লব্ধ অর্থের যষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য । তৃণ, পত্র, শাক, মৃন্ময়পাত্র, বংশপত্র, চর্মপাত্র, এবং প্রান্তর নির্মিত দ্রব্য সকলের ক্রয় বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থের ও যষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য ।

জ্ঞানগোভাঃ করাদানং নি কৃত্যং তে হি রাজৌ ধর্মকরদাঃ ।

অর্থাৎ, রাজা, ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন না। কারণ, তাঁহারা রাজাকে ধর্মরূপ কুর দিয়া থাকেন।

পুশং পুশং বিড়িহুয়াশ্মুলচ্ছেদং ন কারয়েৎ।

মালাকারইবোদ্ধানে ন তথাকারকারকঃ ॥ পরাশর সং ৩য় অধ্যায় ৫২।

অর্থাৎ, মালাকার বাগানের ফুলই তুলিয়া থাকে, বৃক্ষ কাটিয়া ফেলে না। রাজা ও সেইরূপ প্রজাগণের নিকট হইতে বিনা উৎপীড়নে কর সংগ্রহ করিবেন। অঙ্গারকারের দ্বায় কদাচ মূলচ্ছেদন করিবেন না।

রাজা বিপৎকালে, প্রজাগণের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য চাহিতে পারেন। তখন রাজা এইরূপ প্রার্থনা করিবেন :—“শত্রুগণ দস্যুদলের সহিত মিলিত হইয়া আশ্রয়বিনাশের নিমিত্ত আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ বিপদ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগের পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে আমি তোমাদিগের ধন তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব।” মহাভারত শান্তিপর্ব্ব—রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ।

(৪) রাজ্য-শাসন-সম্বন্ধে।

অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ তত্র তত্র বিপশিতঃ।

তেহস্য সূর্য্যাব্যবেক্ষেরন্ নৃণাং কার্য্যাণি কুর্ত্তাম্ ॥ মহু সংহিতা ৭ম খঃ ৮১।

অর্থাৎ, রাজ্যের বিবিধ কার্য্য নির্বাহ দ্রুত ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যে নানা প্রকার লোক নিয়োজিত আছে, তাহাদের সকলের কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত সুবুদ্ধি অধ্যক্ষম এবং সুপণ্ডিত লোকদিগকে নিযুক্ত করা রাজার উচিত।

যথোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ যথকতি।

তথা রক্ষেরূপো রাষ্ট্রং হস্তাচ্চ পরিপহিনঃ ॥ মহু সং/৭ম অ ১১০।

অর্থাৎ, যেমন কৃষক ধান্যাদি শস্যের বৃক্ষা জন্য তৎসহজাত ভূগাণি উৎপাটন করে, তদ্রূপ রাজা রাজ্যের বক্ষা বিধান করা ও হস্তে উচ্ছেদকরণ কর্তব্য।

মোহাভাষা স্বরাষ্ট্রঃ যঃ কর্ণকৃত্যনবক্ষরা ।

সোহচিরাব্রহ্মতে রাজ্যাজীবিত্যচ সবাকবঃ ॥ ঐ ঐ ১১১

অর্থাৎ, যে রাজা নিবুদ্ধিতাহেতু উদ্যত করিয়া রাজ্যের ক্ষতি করেন, তিনি অতি শীঘ্র রাজ্যভ্রষ্ট ও সংবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন ।

শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীরন্তে প্রাণিনাং বধা ।

তথা রাজ্যমপি প্রাণাঃ ক্ষীরন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ ॥ ঐ ঐ ১১২

অর্থাৎ, যেমন অভাবে জীবের জীবন নষ্ট হয়, সেইরূপ রাজ্যের পীড়া বর্ধনে রাজার জীবনও নষ্ট হইয়া থাকে ।

তীক্ষ্ণশ্চৈব মূঢ়শ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ ।

তীক্ষ্ণশ্চৈব মূঢ়শ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ ॥ ঐ ঐ ১১৩

অর্থাৎ, কার্য্য বিশেষে, রাজার মূঢ়তা কিংবা তীক্ষ্ণতাব ধারণ করা উচিত, কেননা কার্য্যানুরোধে মূঢ় ও তীক্ষ্ণ ভাবধারী ভূপতিই সর্বজনপ্রিয় হইয়া থাকেন ।

বিক্রোশন্তো যস্য রাষ্ট্রাঙ্গি রন্তে দম্ব্যতিঃ প্রজাঃ ।

সংপশ্যতঃ সত্বৃতস্য মৃতঃ স নতু জীবতি ॥ ঐ ঐ ১১৪

অর্থাৎ, অক্ষার নিমিত্ত আর্ন্তনাদকারী প্রজাগণ যদিও রাজার সম্মুখ হইতে দম্ব্যবর্ণ কর্তৃক অপহৃত হয়, তাহা হইলে সে রাজাকে জীবিত বলা যাইতে পারে না, তিনি মৃত বলিয়া পরিগণিত হইবেন ।

বাগদণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ভিগ্ধণ্ডং তদনন্তরম্ ।

তৃতীয়ং ধনবৃত্তন্ত বধ্যদ্বণ্ডমতঃপরং ॥ মহীসংহিতা, ৭ম অধ্যায় ১১৫ ।

অর্থাৎ, রাজা প্রথমে নম্র বাক্য দ্বারা বুঝাইবেন, তদনন্তর শিক্কার বা কণ্ঠসন করিবেন । ইহাতে অপরোধী শাসিত না হইলে তাহাকে ধনদণ্ড করিবেন এবং সর্বশেষে, অলক্ষ্যাদি শরীরিক দণ্ড ও বিধান করিবেন ।

অন্যতঃ হনুদীপানাদি তৈজসকচরাধিজীঃ ।

তৎপ্রায়ঃ দণ্ডয়েজ্জা চৌরভক্তপ্রদোহি সঃ ॥ পরাশরসংহিতা ১ম অ ৫৬

অর্থাৎ, যে গ্রামে দ্বিজগণ মিথ্যাচারী পাঠাভ্যাস-বিহীন হইয়াও ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, রাজা সেই গ্রামবাসিগণকে দণ্ড করিবেন, যেহেতু, তাহারা এরূপ চোরকে পালন করিয়া থাকে ।

মাত্যন্তঃ মূঢ়না ভাব্যং নাস্ত্যন্তঃ ক্রুরকর্মণা ।

মূঢ়নৈব মূঢ়ঃ হন্তি দারুণেনৈব দারুণম্ ॥ গরুড় পুরাণ ১।১১৪।৫০

অর্থাৎ, রাজ্যে অত্যন্ত মূঢ় হইবেন না, আর অত্যন্ত ক্রুরকর্ম্মও হইবেন না । তিনি মূঢ় উপায় দ্বারা মূঢ় ব্যক্তিকে এবং দারুণ উপায় দ্বারা দুষ্ট ব্যক্তিকে নির্ধাতন করিবেন । এসম্বন্ধে মহাভারতে বর্ণিত, রাজা বলির প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—“হে বৎস ! নিরবচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না, এবং একমাত্র ক্রমার অবলম্বনেও শুভ লাভের ব্যতিক্রম ঘটনা থাকে । যে ব্যক্তি নিরত কেবল ক্রমা আশ্রয় করিয়া কালযাপন করে, সে বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে । ভৃত্য, উদাসীন ও শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসেই পরাভব করিয়া থাকে । কোন ব্যক্তিই তাহার বশীভূত হয় না ; এই নিমিত্ত সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরন্তর ক্রমা অবলম্বন করাকে অতি বিগর্হিত কর্ম্ম বলিয়া নির্দোষ করিয়াছেন । ভৃত্যেরা ক্রমাশীল প্রভুকে অনাদর করিয়া বহুবিধ দোষজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে । ক্ষুদ্রাশয় লোকেরা সতত তাহার অর্থ অপহরণ করিবার অভিলাষ করে । হীনমতি অধিকৃত পুরুষেরা ক্রমাপন্ন প্রভুর ধান, বস্ত্র, অলঙ্কার, শয়ন, আগন, ভোজনীয়, পানীয় ও অন্যান্য উপকরণ দ্রব্য ধোঁয়ায় মাতে গ্রহণ করে । হে বৎস ! লোকে যে অবজ্ঞাকে মরণ অপেক্ষাও গর্হিত বিবেচনা করিয়া থাকে, ক্রমাপন্ন প্রভুকে সেই অবজ্ঞার ভাজন হইতে হয় । প্রেযা, পুত্র, ভৃত্য ও উদাসীন সকলেই জৈদৃশ ক্রমাশীল স্বামীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করে । এক্ষণে ক্রমাহীন ব্যক্তিদিগের দোষ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । যজোপবীত-পরিবৃত ক্ষোদী যদি নিরবচ্ছিন্ন স্বীয় তেজ দ্বারা দণ্ডাই বা দণ্ডানই উভয়বিধ ব্যক্তির প্রতি নানা প্রকার দণ্ডবিধান করেন, তাহা হইলে তাহার বাকবর্ণের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে । যিনি উপকর্তা

ও দ্রোহকর্তা উভয়ের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন তেজই প্রকাশ করিয়া থাকেন, গৃহান্তর্গত কুজের দ্বারা তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়। যাহাকে সম্বর্ধন করিয়া সকলেরই শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, তাঁহার আর ঐশ্বর্য্যলাভের প্রত্যাশা করা কিরূপে সম্ভবে? সুযোগ পাইলেই লোকে তাঁহার অপকার করিতে কোন ক্রমে ক্রটি করে না। অতএব একবারে তেজ প্রদর্শন করা অথবা একবারে মুহূর্ত্তাব অবলম্বন করা উভয়ই একান্ত বিরুদ্ধ।” মহাভারত বনপর্ক ২৮ অঃ।

(৫) বিজিতরাজ্যবাসীদের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীর উপদেশ এই :—

প্রমাণানি চ কুর্কীত তেষাং ধর্ম্মান্ যথোদিতান্। মহু সং ৭ম অ ২০৩
শ্লোকের প্রথমংশ।

অর্থাৎ বিজিত রাজ্যবাসীদের দেশাচার ও শাসনপ্রণালী নিজ দেশাচার বিরুদ্ধ হইলেও যদিপি ধর্ম্ম-সঙ্গত হয়, তাহা হইলে তাহাই তথার প্রচলিত রাখা রাজার উচিত।

(৬) প্রজার ধর্ম্মরক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রীর আদেশ এই :—

জাতিজানপদান্ ধর্ম্মান্ শ্রেণীধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।

সমীক্ষ্য কুলধর্ম্মাংশ্চ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ ॥ মহুসংহিতা ৮ম অ ৪১

অর্থাৎ, বর্ণধর্ম্ম, যে দেশের ধর্ম্ম প্রচলিত, অথচ যাহা বেদবিরুদ্ধ নহে, সেই জানপদ ধর্ম্ম, শ্রেণীবিশেষের ধর্ম্ম এবং যে কুলের যে ধর্ম্ম, সেই সকল ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রক্ষিয়া, রাজা স্বকীয় ধর্ম্ম নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিবেন।

সকলোই ধর্ম্ম ষড়্ভাগো রাজোভবতি রক্ষতঃ।

অধর্ম্মাদপি ষড়্ভাগো ভবত্যন্তহরক্ষতঃ ॥ ঐ ঐ ৩০৪।

অর্থাৎ প্রজাগণ যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম করে রক্ষাকারী রাজা তাহার বর্ধমানের ভাগী হন। কিন্তু, যদিপি তিনি তাহাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে রাজাকে তাহাদের পাপের বর্ধমানভাগী হইতে হয়।

(৭) স্ব স্ব ধর্ম্মভাগী প্রজাগণের সম্বন্ধে রাজার কর্তব্য এই :—

কুলানি জাতিঃ শ্রেণীশ্চ গণান্ জানপদাং শুধা।

স্বধর্ম্মচলিতাদ্রাজা বিনীত্ব হ্যাপ্যুদ্যৎ পথি ॥

৩ • যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১ম অধ্যায় ৩৬১

অর্থাৎ, কুল, জাতি, শ্রেণীগণ এবং জানপদগণ, স্ব স্ব ধর্ম হইতে ব্রষ্ট হইলে, তাহাদিগকে, অপরূপ অল্পসারে দত্ত দিয়া, রাজা পুনরায় ধর্মপথে আনিবেন ।

অপি ভ্রাতা স্মতোহর্ক্যোবাখণ্ডরো মাতুলোহপি বা ।

নানপ্তোয়ানাম রাজ্জাহন্তি ধর্মাদ্বিচলিতঃ স্বকাং ॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১ম অ ৩৫৪

অর্থাৎ, সহোদর ভ্রাতা, পুত্র, আচার্যাদি পূজ্যতম ব্যক্তি, খণ্ডর, মাতুল যিনিই কেন হউন না, স্বধর্ম হইতে বিচলিত হইলে, কেহই রাজদত্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না ।

(৮) ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিগণের প্রতি রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ এই :—

ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভুবং প্রতিপাদয়েৎ ।

বিষ্ণুসংহিতা, ৩য় অধ্যায় ৫৭

• অর্থাৎ, ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিবেন ।

ব্রাহ্মণেভ্যঃ সর্বদায়ান্ প্রযচ্ছেৎ ॥

বিষ্ণুসংহিতা ৩য় অধ্যায় ৬০

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদিগকে সকল প্রকার ধন দান করিবেন ।

অগ্নিতারিঃ গুরুকুলাদিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ ।

নৃপাণামক্ষয়োর্হোষ বিধিত্রাক্ষোহভিধীয়তে ॥

মহুসংহিতা ৭ম অধ্যায় ৮২

• অর্থাৎ, সমাবর্তন কালে (গুরুগৃহ হইতে গৃহধর্ম উদ্ভূত) কৃতবিদ্য বিপ্র রাজ্য কর্তৃক ধনধাত্তাদি দ্বারা পূজিত হইবেন । কারণ, এরূপ পাত্রে ধনাদি ন অক্ষয় সিদ্ধি রূপে গণ্য ।

(৯) প্রজার ধন অপহৃত হইলে রাজার কর্তব্য এই :—

চৌরহৃতং ধনমবাণ্য সৰ্বমেব সৰ্ববর্ণেভ্যো দদ্যাৎ ॥

বিষ্ণুসংহিতা ৩য় অধ্যায় ৪৫ ।

অর্থাৎ, যে বর্ণেরই ধন অপহৃত হউক না কেন, রাজা তাহা চোরদিগের নিকট হইতে পাইলে, তৎসমস্তই ধনস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যদিও অপহৃত ধন প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে আপনাব ধনাগার হইতে স্বাধিকারীকে উপযুক্ত ধন দিবেন।

(১০) প্রজার বিপদ সময়ে বাজান কর্তব্য এই :—

শান্তিস্বস্তায়নৈর্দৈবোপদাতান্ প্রশময়েৎ ।

বিষ্ণুসংহিতা ৩য় অঃ ৪৭

অর্থাৎ, প্রজাব দৈব বিপত্তিব সময়, রাজা, শান্তি স্বস্তায়ন দ্বারা তাহার উপশম করিবেন।

(১১) রাজা নিজে কোন অত্যাচরণ করিলে তাঁহার দণ্ড সম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ এই :—

বধাসনমপরাধোহাদ্যবির্ণয়ো বিধানতঃ সম্পন্নতামাচবেৎ ।

বশিষ্টসংহিতা, যোড়শ অধ্যায় ।

অর্থাৎ, রাজার কোনরূপ অপরাধ হইলে, তাহা, স্নান ও ক্ষত্রিয়ের বিধান অনুসারে সংশোধিত হইবে।

বধার্হঃ মন্যমানঃ স্বং কৃতপাপো নরাধিপঃ ।

তাস্মৈ রাজ্যং বনং প্রাপ্য তপস্শ্রান্নিগৃহ্নেৎ ॥

মহানির্কাণতন্ত্র ১১।২১ ।

অর্থাৎ, রাজা কর্তৃক যদিও একপাপ অস্বীকৃত হয় যে, অজ্ঞাত তিনি আপনাকে বধার্হ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিতে তপস্যা দ্বারা ঐকি উদ্ধারের বিধান করিতে হইবে।

রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব। মহাশয়! ভীষ্ম, রাজা দ্বি-
ষ্টিকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, “প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত
যদি রাজার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহার ধর্মস্বরূপ”। আবার আর
এক স্থলে সগর রাজার দৃষ্টান্ত * দেখাইয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, পুরবাসী
দিগের হিতকাহার, পুত্র পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইলে রাজা তাহাও
করিবেন। মহাভারত—শান্তিপর্ব।

যে রাজা কর্তৃক প্রকৃতিপুঞ্জের অবশ্রকার হিত সাধিত হয়, তাঁহাকে যে
বিশিষ্টরূপে পূজা ও সম্মান করা এবং তাঁহার আদেশ সকল পালন করতঃ
রাজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে যত্ববান হওয়া প্রজাগণের উচিত, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি ?
এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ এই :—

চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ ।

স্নাতকস্য চ রাজ্যচ পহা দেয়ো বরস্য চ ॥

মহাসংহিতা ২য় অধ্যায় ১৩৮ ।

অর্থাৎ, চক্রযুক্ত রথ আদি আরোহণকারী, অতিবৃদ্ধ, রোগী, ভারবাহক,
স্ত্রীলোক, গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত ব্রাহ্মণ, রাজাও বিবাহ জন্ত যাত্রাকারী, ইহা-
দিগকে বাইবার জন্ত অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিবে।

তেষান্ত সমবেতানাং মাত্রো স্নাতকপার্থিবৌ । ঐ ঐ ৩৯ অধ্যায়ঃ ।

অর্থাৎ, ইহারা সকলে যদি একত্র মিলিত হয়েন, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে
স্নাতক ব্রাহ্মণ ও রাজা সর্বাপেক্ষা মাননীয়।

রাজস্বিক্স্নাতকশুরুন্ প্রিয়প্তত্তরমাতুলান্ ।

অহ্ময়েষমধুপেক্ষণ পরিসংরৎসরাণু পুনঃ ॥

মহাসংহিতা ৩য় অধ্যায় ১১৯ ।

* “অসমস্তা পুরবাসী শিশুগণকে আক্রমণ করিয়া মরণ করিয়া দিতেন এই দিগন্ত
ক্রোধের পিঠী তাঁহাকে ভিন্নরূপে পূর্বক রাজ্য হইতে নিষাসিত করিয়া দেন।

অর্থাৎ, রাজা, পুরোহিত, দাতক, গুরু, জামাতা, স্বামীর ও মাতুল সম্বন্ধস্বরের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিলে গৃহী ব্যক্তি মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিবেন।

রাজা চ শ্রোত্রিয়শ্চৈব যজ্ঞকর্মস্থাপহিতো । ঐ ঐ প্রথমোংশ ।

অর্থাৎ, উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে, রাজা ও দাতক সম্বন্ধস্বরের মধ্যে ও যদি যজ্ঞ কর্মে উপস্থিত হন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিতে হয়।

তং যন্ত দ্বৈষ্ট সংমোহাৎ স বিনশ্যতাসংশয়ম্ ।

মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায় ১২ ।

অর্থাৎ; তাঁহাকে (রাজাকে) যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দ্বেষ করিয়া থাকে। সে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

তস্মাদ্ধর্ম্যং যমিষ্টেষু স ব্যবসোন্নরাধিপঃ ।

অনিষ্টক্যাপ্যনিষ্টেষু তং ধর্ম্যং ন বিচালয়েৎ ॥ ঐ ঐ ১৩ ।

অর্থাৎ অতএব রাজা শিষ্ট প্রতিপালন ও হুঁষ্ট দমনের জন্ত যে সকল ধর্ম নিয়ম সংস্থাপন করেন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রজাগণের উচিত নহে।

বিদিতেন্চাস্য কুর্কীত কার্যাদি স্থলঘূন্যপি ।

এবং বিচরিতে রাজো ন কৃতি জায়তে কচিৎ ॥ মহাভারত, বিরাটপর্ব ।

অর্থাৎ রাজার জন্য সামান্য কার্যও আগ্রহ সহকারে সম্পাদন করিবে।

এরপ্রকারে পরিচর্যা করিলে কদাচ কৃতিগ্রন্থ হইতে হয় না। একদা ইন্দ্রকপী ভগবান্ বিষ্ণু, রাজা মাক্ষাতাকে উপদেশ দিবান্ন সময় বলিয়াছিলেন যে, “পূর্বে অজ্ঞান লোকের যে সকল কর্ম কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, মনুদিগের* ও সেই সকল কার্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।” কার্যগুলি এই :—

* এই সকল জাতি দ্রুপা নামে অবিহিত হইয়াছে ; ববন, কিন্নর, পাকার, চীন, শবর, বর্কর, শক, ভূদার, কক, পল্লব, চাঁল, মজক, পৌত্ত, পুলিন্দ, রমঠ, কাবোজ এবং কান্দু নামক জাতি হইতে সমস্ত বৈশ্য ও শূত্রগণ।

পিতা, মাতা, আচার্য্য, গুরু ও রাজার সেবা বেদোক্ত ধর্ম প্রতিপালন, যথা সময়ে পিতৃব্যজ্ঞাহুষ্ঠান, কৃপাদিখনন, ব্রাহ্মণগণকে শরনীর প্রভৃতি বিবিধ বস্ত্রপ্রদান, হিংস্রক্রোধপরিভ্যাগ, সত্যপালন, জীপুত্রের ভরণপোষণ, পরজ্যোহ-পরিভ্যাগ, বিগুরু ব্যবহার, উন্নতিলাভের কামনা, ব্রাহ্মণগণকে সর্ক বজ্রের দক্ষিণাশ্রদান ও পাকস্বজ্ঞের উদ্দেশে ধনদান এই সকল কার্য্যও প্রজার রাজার প্রতি কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত। ব্রহ্মবেত্তা উত্থা মাঙ্কাতাকে বলিয়াছিলেন যে, “লোকে রাজ্যমধ্যে নরপতির গুণগাণা কীর্ত্তন ও সত্যধর্মের অহুষ্ঠান করিলে রাজার ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত ও রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত হয়।” বাহাতে প্রজাগণ এই সকল কার্য্যের অহুষ্ঠান করে, ভূপতিরও তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। মহাভারত শাস্তিপর্বে কথিত রাজধর্ম্ম।

উল্লিখিত কার্য্যগুলির মধ্যে কৃপাদিখনন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শাস্ত্রে ইহা একটি পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে, সম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রায়ই স্ব স্ব ইচ্ছার কৃপতড়াগাদিখনন করিতেন। ইহার উপর আবার রাজার বিশেষ রূপ দৃষ্টি ছিল। স্মৃতরাং তৎকালে লোকের জলকষ্ট হইত না। - রাজ্যের হিতচিকিৎসা প্রজাগণ দ্বারা এই সাধারণ হিতজনক কার্য্যটি অহুষ্ঠিত হইত। এই সদহুষ্ঠানটার বিষয় লিখিতে লিখিতে আমাদের বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা মনে পড়িল। এ দেশের পল্লীগ్రামসমূহে কত পুষ্করিণী ও জলাশয় সংস্কারে বাভাবে পক্ষেও শৈবালে পরিপূর্ণ ও জলশূন্য হইয়া রহিয়াছে। ইহা যেমন পূর্বকালের লোকের পুণ্যের ও বদান্যতার পরিচয় দিতেছে, তেমনই এখনকার সম্পন্ন ব্যক্তিদের পুণ্য কার্য্যের প্রতি বীতরাগ এবং স্বার্থপরতার জাজ্বলমান প্রমাণ দেখাইতেছে। সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ প্রাণের জমিদারগণের তড়াগাদিখননের উদ্যোগ করা অতীব আবশ্যক। এতদ্বারা যেমন এক দিকে প্রজাদের উপকার হয়, আর একদিকে জমিদারের ও রাজস্বসংগ্রহ পক্ষে সুবিধা হয়। কেন না কৃষকগণ বৃষ্টির জলের অভাবে জলাশয়ের জল দ্বারা শস্য উৎপাদন করিয়া আপনারা যেমন হুর্ভিক্ষ হইতে সুরক্ষিত হইতে পারেন, সেইরূপ জমিদারকে বীতিমত রাজস্ব দিতে সক্ষম হয়।

রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে, রাজা ও রাজ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে ; অতএব

রাজা যেমন আপৎ-কালে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তদ্রূপ রাজ্য প্রজাগণের বিপৎকালে রাজাকে রক্ষা করা কর্তব্য। নিজঅর্থব্যয় দ্বারা রাজার রক্ষা করা প্রজাদিগের সর্বতোভাবে কর্তব্য।

বর্তমান সময়ে এই উপদেশটি ভারতবর্ষবাসীদের অন্তঃকরণে অঙ্কিত করিয়া রাখা উচিত। আমাদের দেশ কতবার কত বিপ্লবে পতিত হইয়া যে কত দুঃখ পর্যন্ত অতিগ্রহ হইয়াছে তাহা কে না অবগত আছেন? কত প্রাচীন কীর্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, কত অমূল্য গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে, সমুদ্রত আর্ধ্য-সমাজ বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং কতবার এ সমৃদ্ধিশালী দেশ বিনুষ্ঠিত হইয়াছে। কতকাল এ দেশের লোক অশান্তির মধ্যে অবস্থিতি করিয়া এখন ইংরেজরাজ্যের শাসনে নির্বিশেষে কালযাপন করিতেছে; ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাজার প্রতি কর্তব্যবিষয়ে বাহা উপরে বিবৃত করা হইয়াছে, আমাদের সেই মত কার্য করা উচিত। আর, ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, রাজ্য যদি সুরক্ষিত না হয় তাহা হইলে, প্রজার ধর্ম্মাশ্রয় নাই বা কোথায় থাকে, বিদ্যাচর্চাই বা কোথা হইতে হয়, সমাজই বা কি প্রকারে স্থনীতির উপর স্থাপিত থাকিতে পারে এবং সর্বজনীন বৈষয়িক উন্নতিই বা কি প্রকারে সংসাধিত হইতে পারে? যখন প্রজাগণ ধন প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তখন আর কি কোন প্রকার উন্নতির চেষ্টা হইতে পারে? এই নিমিত্ত রাজার যেমন প্রাণপণে প্রজার রক্ষা ও পালন রূপ মহাত্ম সাধন পক্ষে যত্নবান হওয়া উচিত, প্রজারও তাহাকে এই মহৎ কার্যে সহায়তা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা যে কতদূর অন্যায, স্বীয় পুত্র শূদ্রীর প্রতি মহর্ষি শমীক-কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নোক্ত উপদেশ দ্বারা উহা প্রতীকৃত হইবে :—বৎস! ক্রমা যেমন লৌকিকে অলঙ্কৃত করে, ক্রোধ সেইরূপ কলুষিত করিয়া থাকে। ক্রমা অপেক্ষা যেমন মিত্র নাই, তেমনি ক্রোধ অপেক্ষা শত্রু নাই। ভাবিয়া দেখ, যদি তুমি রাজাকে ক্রমা করিতে, তাহা হইলে কি সুখের হইত। তাহা হইলে একজন ভূস্বামীর জীবন অকালে ইহলোকে হইতে অপগত হইত না। অতএব বাহার। ক্রমাশীল নহে, তাহাদের হইতে ঘাতকদিগের প্রভেদ কি? রাজা বিরুদ্ধে ক্রমা করিলে মহাপাতকের সঞ্চার হয়; কেন না ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনকারী রাজা মহাব্যাকুলী দেবতা। দেবতা বিরুদ্ধাচরণে মহাপাপ জন্মে; কোন ব্যক্তির প্রতি

নগ্নবিধান করিতে হইলে অল্প বিশেষরূপে বিবেচনা করা উচিত যে, সে ব্যক্তির
 অসদাচরণে আমার কি ইচ্ছার হানি হইয়াছে। যদি ঠট্টহানি না হইয়া থাকে,
 তবে তাহাকে ক্ষমা করাই কর্তব্য। দেখ, রাজা পরীক্ষিত জ্ঞানতঃ বা
 অজ্ঞানতঃ আমার গলদেশে যে মৃত সর্প লখিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমার
 বিশেষ কি অনিষ্ট ঘটিয়াছে?—কিছুই না; আমি যেমন তেমনই আছি।
 অভিশাপ প্রদান করাতে তুমুহুরই অসদাচরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিবেচনা
 করিয়া দেখিলে আমার পুত্রের অমুকথা কার্য্য কর নাই। এখনও পুনঃ পুনঃ
 সতর্ক করিয়া দিতেছি, আর কখনও কাহারও প্রতি হিংসা করিও না; অহিং-
 সাই পরম ধর্ম্ম। মহাভারত দশোপক, সপ্তদশ অধ্যায়।



শুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
মহর্ষি ...	মহর্ষি ...	৬	৩
দূরাদাবসথান ...	দূরাদাবসথান ...	১	২০
শরীরে ...	শরীরের ...	৮	২৪
তাহার ...	তাহার ...	১৩	২০
পঞ্চর পুর ...	পঞ্চর পুর ...	১৫	৩
ইতিহাসে ...	ইতিহাসে ...	১৫	৩
জাহ্নুদেব ...	জাহ্নুদেব ...	১৫	১০, ১৪, ১৬
করিলেন ...	করিলেন ...	১৬	১৬
বন্ধুনেষ ...	বন্ধুনেষ ...	১৮	২৮
বন্ধুনেষ ...	বন্ধুনেষ ...	১৯	৮
বুদ্ধাবজ্ঞানিনে ...	বুদ্ধাবজ্ঞানিনে ...	১৯	২৬
দণ্ডামান ...	দণ্ডামান ...	২২	১
দ্রুত গমন ...	প্রত্যাগমন ...	২২	৩
সমুদ্ভূতং ...	সমুদ্ভূতং ...	২২	১৮
অবমান ...	অবমাননা ...	২২	২১, ২২
তর্ক ...	তর্ক ...	২৩	৫
ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ ...	ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ ...	২৩	৬
স্বশ্লেষোহপি ...	স্বশ্লেষোহপি ...	২৩	১৮
শাস্ত্র ...	শাস্ত্রঃ ...	২৪	৯
নির্দোষা ...	নির্দোষা ...	২৪	১৭
ভবেৎ ...	ভবেৎ ...	২৫	২
তাহাদিকগকে ...	তাহাদিকগকে ...	২৬	১০
শুভিতে ...	দিতে ...	২৬	১২
শাস্ত্রকর ...	শাস্ত্রকার ...	২৮	১৩

অনুক্র	শ্লোক	পৃষ্ঠা	পংক্ত
৯৪ ...	৯৬ ...	৩০ ...	১৫
দেখিবামাত্র মাত্র	দেখিবামাত্র ...	৩১ ...	৩
তাহা হইতে ...	তাহা কর্তৃক হইতে	৩২ ...	১
অহিংসা পরমং দান মহিংসা পরমং তপঃ ॥	{ অহিংসা পরমোদয়ঃ ৥ অহিংসা পুরোদয়ঃ । } { অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ ॥ }		৩৬...১৪
দম ...	দম (১) ...	৩৬ ...	১৭
আয়ুমান ...	আয়ুমান ...	৩৬ ...	১৯
মধ্যম ...	মধ্যম ...	৪০ ...	৪
পরে ...	পরে ...	৪৩ ...	৯
দুষণম্ ...	দুষণম্ ...	৫০ ...	১
বাজার ...	বাজার ...	৫৩ ...	৩
বর্ষ্যাকোবৎ ...	বর্ষ্যাকোবৎ ...	৫৩ ...	৭
মুপো ...	মুপো ...	৫৪ ...	২৩
রাজা ...	রাজার ...	৫৪ ...	২৫
সংবংশে ...	সবংশে ...	৫৫ ...	৪
ন ...	দান ...	৫৮ ...	২৩
অর্থ্যৎ অভএব ...	অর্থ্যৎ ...	৬১ ...	১৪
সংস্কারে ...	সংস্কারের ...	৬২ ...	১৮
এখনকার ...	এখনকার ...	৬২ ...	২০
গ্রামের ...	গ্রামের ...	৬২ ...	২১
তড়াগাদিখনের ...	তড়াগাদি খনের	৬২ ...	২২

